বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ফান্ড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ০২/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর
ফান্ড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ০২/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৪
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৫
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৭
	অধ্যায়-২	
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৩-৪২
	দ্বিতীয় অংশ	
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৪৩-৭৭

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত ১৪টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ : ১২/৯/২০২১ বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ।

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য: এই রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি: বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন, সঞ্চয় সংগ্রহ এবং প্রাসঙ্গিক সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের ম্যান্ডেট বা উদ্দেশ্য নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) ১৯৭৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখে দি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ) বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ও জাতীয় নীতিমালার আলোকে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রয়াসে আইসিবি নির্ভরযোগ্য ভূমিকা রাখে। বর্তমানে কর্পোরেশন '' ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪" অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

ক্র: নং	পদের নাম	অনুমোদিত স্থায়ী জনবল
	(ক) কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি)	
১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	**০১**
২	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	**০১**
৩	মহাব্যবস্থাপক	**০৯**
৪	উপ-মহাব্যবস্থাপক ও সমমান	**৩৯**
৫	সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও সমমান	**৬৫**
৬	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	**৭৯**
৭	প্রিন্সিপাল অফিসার ও সমমান	**১১৯**
৮	সিনিয়র অফিসার ও সমমান	**১৯৮**
	(খ) কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী)	
৯	অফিসার ও সমমান	**৬৯**
	(গ) কর্মচারী (৩য় শ্রেণী)	
১০	সুপারভাইজার ও সমমান	**৪৭**
১১	কম্পিউটার অপারেটর ও সমমান	**১০**
১২	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর ও সমমান	**৯৭**
১৩	সহকারী কেয়ার টেকার ও সমমান	**১৬**
	(ঘ) কর্মচারী (৩য় শ্রেণী)	
১৪	অফিস সহায়ক ও সমমান	**৮৩**
	সর্বমোট	**৮৩৩**

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ সৃষ্টিলগ্ন হতে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতকে দৃঢ় এবং টেকসই করার লক্ষ্যে পুঁজিবাজার এবং মুদ্রাবাজারে যুগোপযোগী ও সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র বিশেষায়িত রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবি দেশের পুঁজিবাজার এর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI)

- বন্ড ইস্যুকরণ
- ঋণ ও অগ্রিম প্রদান
- সিকিউরিটিজ বিক্রয়
- লিজ অর্থায়ন
- মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ:

আইসিবি'র আয়ের প্রধান উৎসসমূহ মূলত: সুদ আয়, লভ্যাংশ আয়, মূলধনী মুনাফা, ফিস ও কমিশন ইত্যাদি। অন্যদিকে আইসিবি'র ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ হচ্ছে - সুদ ব্যয়, বেতন ভাতাদি, ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ বিল বাবদ খরচ ইত্যাদি।

তহবিল (ফান্ড)

অর্থবছর	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
কোটি টাকায়	১৪৩২৬.৩২	১০২৭৯.২৯	৯৫৬২.১১

তহবিলের ব্যবহার

অর্থবছর	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
কোটি টাকায়	১৪৮০৬.৩৪	১০৩৪৫.১৪	১০২৬২.১৫

অডিটের আইনগত ভিত্তি : দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ৫(১) ধারা অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি : ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের–

- ফান্ড ও ব্যয় বিবরণী বিশ্লেষণ।
- বাস্তবায়নাধীন সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- প্রকল্প ঋণ এবং ঋণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত কার্যক্রম যাচাই।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

অডিটের বিষয়বস্তু: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)'র "ফান্ড ব্যবস্থাপনা"। কর্পোরেশনের মূলধন শেয়ার খাতে বিনিয়োগ, মিউচুয়াল ফান্ডের কাস্টোডিয়ানডি ,ে বঞ্চার ও ইকুইটিলোন প্রদান ও মন্ত্রণালয় কতৃ র্ক অনুমোদিত অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলীর ব্যবস্থ াপনা ওদক্ষতার সাে থকার্যকরভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা।

অডিট কৌশল: উপর্যুক্ত বিষয়বস্তু নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ নীতিমালা, ইইএফ নীতিমালা, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক নীতিমালা, ঋণ মঞ্জুরি নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা, ঋণের নথি এবং জামানত নথি যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে কিনা তা নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বনে যাচাই করা হয়েছে–

- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ;
- নিরীক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, মানদণ্ড ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- নিরীক্ষা দল গঠন এবং নিরীক্ষার নির্ধারিত সময়সূচি অনুয়ায়ী মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন;
- কেন্দ্রীয়ভাবে নিরীক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত তদারকী এবং পর্যবেক্ষণ।

অডিট সময়কাল:: ২০-০৯-২০২০ খ্রি. হতে ০৮-১০-২০২০ খ্রি.

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশকিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই রিপোর্টে ১৪টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ১,৬৯৯,১২,০৪,৮২৩ (এক হাজার ছয়শত নিরানব্বই কোটি বার লক্ষ চার হাজার আটশত তেইশ)। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- সহজামানত অতিমূল্যায়নপূর্বক পুঁজিবাজারের বাইরে ডিবেঞ্চার খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় না হওয়া।
- প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে ক্রয়কৃত শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় না হওয়া।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়া।
- তালিকা বহির্ভূত লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ইইএফ সহায়তা প্রদান।
- মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক শেয়ার বাই-ব্যাক না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

১।	আইসিবি	-	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
২।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৩।	পুনঃতফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৪।	ডাউনপেমেন্ট	-	পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের সপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৫।	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৬।	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ ক্ষতি মানে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৭।	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৮	ইইএফ	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ইক্যুইটি ব্যবহারের আনুপাতিক হারের চুক্তিপত্র সংক্রান্ত প্রকল্প সহায়তা তহবিল।
৯	ডিবেঞ্চার	-	ঋণপত্র/সার্টিফিকেট ঋণ ইকুপমেন্ট
১০	বাই-ব্যাক	-	ফেরৎ দেয়া
১১	IPO	Initial Public Offer	-
১২	BO Account	Benificiary Owner Account	-
১৩	লিয়েন ব্যাংক	-	প্রকল্প যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থাসহ সার্বিক অবস্থা তুলে ধরার নিমিত্ত নিয়োজিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
১৪	CRR	Cash Reserve Requirement	-
১৫	CAMELS Rating	C:Capital Adequacy-20% A:Asset Quality-20% M:Management-25% E:Earnings-15% L:Liquidity-10% S:Sensitivity-10%	CAMELS is an international rating system used by regulatory banking authorities to rate financial institutions according to the six factors represented by its acronym

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
০১	সহজামানত অতিমূল্যায়নপূর্বক পুঁজিবাজারের বাইরে ডিবেঞ্চার খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি	২৫৮,২০,২০,৭০২
০২	আইসিবি কর্তৃক প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে শেয়ার ক্রয় করার ফলে শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি	৬,৬০,০০,০০০
০৩	মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়া সত্ত্বেও ডিবেঞ্চার খাতে বিনিয়োগ করায় অনাদায়ি	২৫,০০,০০,০০০
০৪	তালিকা বহির্ভূত লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ইইএফ সহায়তা প্রদান ও যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত ও মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী মূলধন বাই-ব্যাক না করায় অনাদায়ি	২,১৬,৯৩,০০০
০৫	মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক শেয়ার বাই-ব্যাক না করায় অনাদায়ি	৫,২৫,৯২,০০০
০৬	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ইইএফ সমমূলধন সহায়তা বাবদ বিনিয়োগের অর্থ প্রকল্পে যথাযথভাবে বিনিয়োগ না করায় এবং সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ি	১, ১৮,০০,০০০
০৭	মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও ইইএফ সমমূলধন সহায়তা বাবদ বিনিয়োগের ফলে সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক না করায় প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ি	১,২২,৮৮,০০০
০৮	প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগকৃত শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ পাওনা আদায় না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ি	৬,০০,০০,০০০
০৯	প্রকল্প সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক শেয়ার ক্রয় করা হলেও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারের লভ্যাংশ ও বিনিয়োগের মূল টাকা বাবদ অনাদায়ি	১৯,৬৫,০০,০০০
১০	আইসিবি কর্তৃক প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে শেয়ার ক্রয় করা হলেও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারের লভ্যাংশ ও বিনিয়োগকৃত অর্থ বাবদ অনাদায়ি	৯৭,৫৫,১০,০০০
১১	আন্ডারটেকিং ও ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ না করে বিনিয়োগকৃত প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি	৪,৩০,৬৫,০০০
১২	অনিয়মিতভাবে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফডিআর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করায় অনাদায়ি	৭৬৬,৭৪,৬৩,৪৪৯
১৩	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে এফডিআর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের ফলে কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি	২০৫,৬৮,০৭,৬৭২
১৪	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর স্বল্পমেয়াদি ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি	২৯৯,৫৪,৬৫,০০০
	মোট	**১,৬৯৯,১২,০৪,৮২৩**

কথায় : এক হাজার ছয়শত নিরানব্বই কোটি বার লক্ষ চার হাজার আটশত তেইশ টাকা।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদঃ ০১

শিরোনাম : সহজামানত অতিমূল্যায়নপূর্বক পুঁজিবাজারের বাইরে ডিবেঞ্চার খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় না হওয়ায় ২৫৮,২০,২০,৭০২ (দুইশত আটান্ন কোটি বিশ লক্ষ বিশ হাজার সাতশত দুই) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে ইমপ্লিমেন্টেশন ডিপার্টমেন্ট এর নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সহজামানত অতি মূল্যায়নপূর্বক পুঁজি বাজারের বাইরে ডিবেঞ্চার খাতে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় না হওয়ায় ২৫৮,২০,২০,৭০২ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

আইসিবি এর ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, গত ১৮-১২-২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিবি পরিচালনা পর্ষদের ৫০০তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে ও ০১-০১-২০১৭ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-আইসিবি/এডি/০১.১১৪৮/১৪২৭ এর মাধ্যমে বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোং লিমিটেড এর অনুকূলে বিটুমিন এর পাশাপাশি ডিজেল, ফার্নেস অয়েল এবং ন্যাপথা উৎপাদনের নিমিত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আমদানিতব্য ও স্থানীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১১% সুদে ২৩১,২২,১৭,৯১২ টাকা আইসিবি কর্তৃক বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগ এর শর্ত-০৩ অনুযায়ী ডিবেঞ্চারের অর্থ বিতরণের তারিখ হতে আসল এক বছর রেয়াতি (Grace Period) সুবিধার পর সমান ২০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। তবে সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড থাকবে না। অর্থাৎ অর্থ বিতরণের তারিখ হতে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ১১% সুদ হারে পরিশোধযোগ্য। কিন্তু ৩১-০৮-২০১৭ খ্রি. তারিখ ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণ করা হলেও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ (১-১-২০১৮ খ্রি.) অতিবাহিত হওয়ার পরও সুদাসলে ২৫৮,২০,২০,৭০২ (দুইশত আটান্ন কোটি বিশ লক্ষ বিশ হাজার সাতশত দুই) টাকা অনাদায়ি রয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১)।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- ভাটারা থানার জোয়ার সাহারা মৌজা থেকে ২৯৯.৯১ শতাংশ ভিটি জমি রেজিস্টার্ড মর্টগেজ করা হয়েছে, যা আইসিবি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে (২২৯.০৫+৯২) = ৩২১.০৫ কোটি টাকা। কিন্তু সাব রেজিস্ট্রার অফিসের নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী ২৯৯.৯১ শতাংশ জমির মূল্য দাঁড়ায় ১১১.৪৪ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে বন্ধকী সম্পত্তির অতি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

- হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর প্রশাসনিক পরিপত্র নং-৪৯/২০১৯ ধারা (১০) ক অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ বিনিয়োগের ১.৫০ গুণ হওয়ার কথা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত শর্ত পরিপালন করা হয়নি। এক্ষেত্রে ২৩১,২২,১৭,৯১২ টাকা বিতরণ করা হলেও ১১১.৪৪ কোটি টাকার সহজামানত গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জামানত ঘাটতি {(২৩১.২২ × ১.৫০) -১১১.৪৪}বা (৩৪৬.৮৪-১১১.৪৪)= ২৩৫.৩৯ কোটি টাকা।

- ঋণ বিতরণের তারিখ হতে তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত উৎপাদনে যেতে সক্ষম হয়নি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গ্রাহক নির্বাচন সঠিক হয়নি।

- পুঁজিবাজারে প্রতিষ্ঠানের কোন অংশগ্রহণ না থাকা সত্ত্বেও ডিবেঞ্চার খাতে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- বিনিয়োগ শর্ত-০৩ এর লঙ্ঘন।
- হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর প্রশাসনিক পরিপত্র নং-৪৯/২০১৯ ধারা (১০) ক এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

সহজামানত হিসেবে গ্রহণকৃত ২৯৯.৯১ শতাংশ জমি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বাণিজ্যিক প্লট। মৌজা মূল্য অনুসারে গ্রহণকৃত জমির মূল্য ১১১.৪৪ কোটি টাকা হলেও আইসিবি এর পরিদর্শন দল কর্তৃক বাজার মূল্য যাচাই করে মূল্যায়ন করা হয় ৩২৫.৩৭ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয় ৪৮৭.৪১ কোটি টাকা। আইসিবি এর

মূল্যায়ন অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের মোট সম্পদের মূল্য ৪০১.৭৩ কোটি টাকা। জামানত ও সহ-জামানতের মূল্য (৩২৫.৩৭+৪০১.৭৩)=৭২৭.১০ কোটি টাকা যা অঙ্গীকারকৃত ২৬০ কোটি টাকার ২.৮ গুণ। আলোচ্য কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ সফলভাবে বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করেছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ আইসিবি এর প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম ম্যান্ডেট। উক্ত ম্যান্ডেট পরিপালনের নিমিত্ত পর্যাপ্ত জামানত ও সহজামানত গ্রহণ সাপেক্ষে আলোচ্য প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়া ডিবেঞ্চার বিনিয়োগ পুঁজিবাজারের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

অডিটের মন্তব্য :

আইসিবি এর প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে প্রকল্পে ডিবেঞ্চার বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোন নীতিমালা না থাকায় জামানত সম্পত্তি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পরিপত্র নং-৩০/২০১৮ অনুযায়ী জামানত সম্পত্তি (শুধু জমির ক্ষেত্রে) মূল্যায়নের নিমিত্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রশাসনিক পরিপত্র নং-৩০/২০১৮ মোতাবেক ২৩৫.৩৯ কোটি টাকা জামানত ঘাটতি রয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশ :

আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ জরুরি ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০২

শিরোনাম : আইসিবি কর্তৃক প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে শেয়ার ক্রয় করার ফলে শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় না হওয়ায় ৬,৬০,০০,০০০ (ছয় কোটি ষাট লক্ষ) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিনিয়োগকালে আন্ডারটেকিং ও ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ না করে আইসিবি কর্তৃক প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে শেয়ার ক্রয় করার ফলে শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় না হওয়ায় ৬,৬০,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

আইসিবি এর শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত নথি পত্রাদি বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় ২০-০৭-২০১৫ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-আইসিবি/এডি/০১.১০২৪/১০৬৪/৪৭৫১ অনুযায়ী ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর অনুকূলে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ মঞ্জুরির অধীনে ১০ টাকা মূল্যের ৫০,০০,০০০ টি শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-আইসিবি/এডি/০১.১০২৪/ ১৯৪০/৫৪৯৮ এর মাধ্যমে উক্ত খাতে আইসিবি কর্তৃক ১০ কোটি টাকার বিনিয়োগ মঞ্জুরির অধীনে ১০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০,০০০টি শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হয়।

আইসিবির মঞ্জুরিপত্র নং-১৫৮২; তাং-২০-০৭-২০১৫খ্রি.এর শর্ত (জ) অনুযায়ী আইসিবি এর অর্থ বিতরণের তারিখ হতে বার (১২) মাসের মধ্যে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী বছর থেকে কোম্পানি/ উদ্যোক্তা কর্তৃক আইসিবিকে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর নির্ধারিত হারে গ্যারান্টেড লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে। কিন্তু টাকা ছাড়করণ করার পর কোম্পানি আইপিও ইস্যু করতে ব্যর্থ হয় এবং আইসিবি কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় করা হয়নি।

অনুরূপভাবে মঞ্জুরিপত্র নং-৫৪৯৮ তাং-১২-৫-২০১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে শর্ত (ছ) অনুযায়ী ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ আইসিবি প্রাপ্য হবে এবং কোম্পানি কর্তৃক আইসিবিকে এর ক্রয়কৃত শেয়ার এর উপর নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে। শর্ত (ঝ) অনুযায়ী আইসিবির অর্থ বিতরণের তারিখ হতে বার (১২) মাসের মধ্যে কোম্পানি কর্তৃক পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী বছর থেকে কোম্পানি/ উদ্যোক্তা কর্তৃক আইসিবিকে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর নির্ধারিত হারে গ্যারান্টেড লভ্যাংশ প্রদান করবে। সর্বমোট বিনিয়োগকৃত (৫,০০,০০,০০০ + ১০,০০,০০,০০০) বা ১৫,০০,০০,০০০ টাকার লভ্যাংশ বাবদ ৬,৬০,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ০২)।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়–

- আইসিবি উক্ত প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর বিপরীতে অর্থ বিনিয়োগকালে কোম্পানির পরিচালকগণের কাছ থেকে আন্ডারটেকিং ও ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র শেয়ার সাবস্ক্রিপশন এগ্রিমেন্টের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফলে টাকা আদায়ের নিমিত্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।
- কোন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ে থাকে এবং উক্ত প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পূর্বে প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন নথিতে পাওয়া যায়নি।
- ২৮-০৭-২০১৫ খ্রি. তারিখ বিনিয়োগ করার পর হতে ৩০-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত এক টাকাও আদায় না করার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অবহেলার শামিল এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অনিয়মের কারণঃ

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত (ছ), (জ) ও (ঝ) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

উক্ত কোম্পানিতে আইসিবি কর্তৃক গত ২৮-০৭-২০১৫ খ্রি. তারিখে ৫ কোটি এবং ২৯-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখে ১০ কোটিসহ মোট বিতরণকৃত অর্থ ১৫ (পনেরো) কোটি টাকা।

অর্থ বিতরণকালে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ছিল অর্থ বিতরণের তারিখ থেকে ১২ মাসের মধ্যে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে অনুযায়ী কোম্পানি ৫ মাসের মধ্যে অর্থাৎ গত ২৭-১০-২০১৬ খ্রি. তারিখে বিএসইসিতে খসড়া প্রসপেক্টাস ও নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসহ আইপিও'র জন্য আবেদন করেছে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ২৮ (আটাশ) মাস সময় লেগেছে । কোম্পানি আইপিও'র সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডিএসই এবং সিএসই উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়ে নিয়মিত লেনদেন করছে। আইসিবি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত ১৫ (পনেরো) কোটি টাকার বিপরীতে ১,৫০,০০,০০০ শেয়ার আইসিবি'র বিও হিসাবে জমা হয়েছে। ফলে আসল বাবদ উক্ত কোম্পানির নিকট অবশিষ্ট কোন পাওনা নেই। কোম্পানি ২০১৮ সালে ১০% ও ২০১৯ সালে ৯% বোনাস লভ্যাংশ ঘোষণা করায় আইসিবি'র বিও হিসাবে বর্তমানে মোট শেয়ার (৫-১০-২০২০ খ্রি. তারিখে) সংখ্যা ১,৭৯,৮৫,০০০ টি। মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় 'ন্যূনতম নিশ্চয়কৃত দেয়' বাবদ উক্ত কোম্পানির নিকট আইসিবি'র মোট ৬.৬ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। উক্ত পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, উক্ত টাস্কফোর্সের সদস্য, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও আইসিবি'র কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবি'র পাওনা পরিশোধের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে যা আদায়ের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং আদায়ে জোর প্রচেষ্টা চলছে। সুতরাং মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লভ্যাংশ আদায় করতে না পারায় কোম্পানির নিকট আইসিবির মোট ৬.৬০ কোটি টাকা পাওনা আদায় আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগকালে আন্ডারটেকিং ও ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়নি এবং যথাসময়ে লভ্যাংশ আদায় করা হয়নি। উল্লিখিত বিষয়ে ৮-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১-০৩-২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

কোম্পানির নিকট আইসিবির পাওনা মোট ৬.৬০ কোটি টাকা জরুরি ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৩

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত হওয়া সত্ত্বেও ডিবেঞ্চার খাতে বিনিয়োগ করায় ২৫,০০,০০,০০০ (পঁচিশ কোটি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এর ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় ঋণ হিসাবটি শ্রেণিমান মন্দ হওয়া সত্ত্বেও ডিবেঞ্চার খাতে বিনিয়োগ করায় ২৫,০০,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আইসিবির ইমপ্লিমেন্টেশন বিভাগের মঞ্জুরিপত্র নং-৪০৬৭; তাং:০১-০১-২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে নাজের ফুডস এন্ড বেভারেজ লিমিটেড এর অনুকূলে ১৪-০৯-২০১৭ খ্রি. হতে ১৪-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৪ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ডিবেঞ্চার খাতে ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়। উক্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্ত-৩ অনুযায়ী ডিবেঞ্চারের অর্থ প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিতরণ করা হবে। বিতরণের তারিখ হতে আসল ১ (এক) বছর রেয়াতি সুবিধার পর সমান ২০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। তবে সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন গ্রেস পিরিয়ড থাকবে না। অর্থাৎ ১ম কিস্তির অর্থ বিতরণের তারিখ হতে সুদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মঞ্জুরিপত্রের শর্ত-৫ অনুযায়ী ১৪.৫% হার সুদে পরিশোধ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা উক্ত টাকা পরিশোধ না করায় পরবর্তীতে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩০-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫৬৩ তম বোর্ড সভায় ৩১-১২-২০১৯ খ্রি. হতে ৩০-০৯-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৪ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে পুনঃতফসিল করা হয়।

নিরীক্ষায় নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়-

- শর্ত-৫ অনুযায়ী ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় মন্দ মানে শ্রেণিকৃত হওয়ার পরেও কোম্পানির অনুকূলে ঋণ বিতরণ ঝুঁকিপূর্ণই নয় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ২০-০৩-২০১৫ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে বন্ধকীকৃত ১৬০.২১ শতাংশ জমি প্রকল্প এলাকায় কতিপয় স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আনুমানিক গড়ে ২০ লক্ষ টাকা হিসেবে ৩২.০৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয় যা অতি মূল্যায়িত বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ সাব রেজিস্টার অফিসের নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়নি। সাব রেজিস্টার অফিসের নির্ধারিত মূল্য তালিকা নথিতে পাওয়া যায়নি।
- পুনঃতফসিলকৃত পরিশোধসূচি অনুযায়ী ৩০-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০৪ (চার)টি কিস্তি পরিশোধের কথা থাকলেও আইসিবি একটি কিস্তিও আদায় করতে সক্ষম হয়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩)।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরীপত্রের শর্ত ৩ ও ৫ এবং পুন:তফসিলের শর্ত ৩ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ১৬.০৬.২০১৭ খ্রি. তারিখ ২য় কিস্তির অর্থ বিতরণ পরবর্তী সময়ে আলোচ্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগ ও মোকদ্দমার কারণে মঞ্জুরিকৃত অবশিষ্ট অর্থ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় কোম্পানি প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে সক্ষম হয়নি। অভিযোগ ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পরবর্তীতে কোম্পানি ১৩.০৬.২০১৯ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ পাওনা ৪,৮১,৯১,৩১৫.৬৫ টাকার ১৫% ডাউন পেমেন্ট হিসেবে ৭২,২৮,৬৯৮ টাকা জমা প্রদানকরতঃ ঋণ পুনঃতফসিলের আবেদন করলে ৩০.০৬.২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের ৫৬৩ তম সভায় তা অনুমোদিত হয় এবং ঋণ হিসাবটি পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে নিয়মিতকরণ তথা অশ্রেণিকরণ করা হয়। সম্ভাবনাময় প্রকল্প বিবেচনায় পরবর্তীতে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনোত্তর কোম্পানি কর্তৃক দ্রুত বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতঃ রাজস্ব আহরণ এবং কর্পোরেশনের পাওনা দ্রুত আদায়ের স্বার্থে কোম্পানির অনুকুলে মঞ্জুরিকৃত অর্থের অবশিষ্ট অর্থ ছাড় করা হয়। পুনঃতফসিলকৃত ঋণ পরিশোধসূচি মোতাবেক কোম্পানি কর্তৃক ১ম কিস্তি পরিশোধের তারিখ ছিল ৩১.১২.২০১৯ খ্রি.। কোম্পানি ১২.০১.২০২০ খ্রি. তারিখে ১ম কিস্তির আংশিক হিসাবে ১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কিস্তির অর্থ যথাসময়ে পরিশোধ করা হবে মর্মে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশ্বাস প্রদান করেছেন।

অডিটের মন্তব্য :

পরিশোধসূচি মোতাবেক কোম্পানি কর্তৃক ১ম কিস্তি বাবদ ১,৭২,৮৫,১৪৩ টাকা পরিশোধের তারিখ ছিল ৩১.১২.২০১৯ খ্রি.। কিন্তু কোম্পানি ১২.০১.২০২০ খ্রি. তারিখে ১ম কিস্তির অংশ হিসাবে ১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে যা কিস্তির তুলনায় নগণ্য। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশ :

পুনঃতফসিলকৃত পরিশোধসূচি মোতাবেক ঋণ আদায় ব্যর্থতায় দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাগণের কাছ থেকে ঋণের দায় আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৪

শিরোনাম : তালিকা বহির্ভূত লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ইইএফ সহায়তা প্রদান ও যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত ও মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী মূলধন বাই-ব্যাক না করায় অনাদায়ি ২,১৬,৯৩,০০০ (দুই কোটি ষোল লক্ষ তিরানব্বই হাজার) টাকা।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ(আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে ইইএফ ইউনিটের সিএসএল সফটওয়্যার রিসোর্স লিঃ এর নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, তালিকা বহির্ভূত লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ইইএফ সহায়তা প্রদান ও যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত ও মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী মূলধন বাই-ব্যাক না করায় ২১৬.৯৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ইইএফ কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ ব্যাংক) কর্তৃক অনুমোদিত ৪২টি লিয়েন ব্যাংক রয়েছে। এর মধ্যে ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড নেই। তালিকাভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে মোট প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী আইসিবি এর ইইএফ ইউনিট এর মঞ্জুরিপত্র নং–৭৫২; তারিখ: ০৮.০৩.২০১০ খ্রি. এর মাধ্যমে সি এস এল সফটওয়্যার রিসোর্স লিঃ এর অনুকূলে কম্পিউটার সফটওয়্যার উন্নয়ন ও অন্যান্য আইটি সেবার নিমিত্ত ২২৬.৯৩ লক্ষ টাকা সমমূলধন সহায়তার অনুমোদন প্রদান করা হয়।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩ এ মোট প্রকল্প ব্যয় ৬১৩.৩৩ লক্ষ এর মধ্যে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির পরিমাণ ৫১% অর্থাৎ ৩৮৬.৪০ লক্ষ টাকা ৬ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্পে বিনিয়োগ হওয়ার পরেই প্রকল্পের অনুকূলে ইইএফ সহায়তার অংশ ছাড়যোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ২৪/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে ১ম কিস্তি ১১৩ লক্ষ টাকা এবং ০৮/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে ২য় কিস্তি ৬৮ লক্ষ টাকা উক্ত শর্ত পরিপালন না করেই ছাড় করা হয়েছে।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৮ এ প্রথম তিন বছর অতিবাহিত হবার পর শেয়ার বাই-ব্যাকের ক্ষেত্রে ইইএফ সহায়তার ১ম কিস্তি ছাড়ের তারিখ হতে ৩(তিন) বছর অন্তে ৪র্থ বছরে মোট সরকারি শেয়ারের ১০% শেয়ার বাই-ব্যাক করার নির্দেশনা থাকলেও ২২.৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা বাই-ব্যাক করা হয়েছে। এছাড়া বিতরণের ৬ মাসের মধ্যে ব্যবসা শুরু করার লক্ষ্যে বিনিয়োগের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ আইসিবিকে অবহিত করার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ১ম কিস্তি ২৪/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে বিতরণের প্রায় ১ বছর ৯ মাস পর ০৭/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে সর্বশেষ কিস্তি বিতরণ করা হয়। ২য় কিস্তি বিতরণের অর্থ বিনিয়োগের যথার্থতা যাচাইয়ের নিমিত্ত যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শন দল কর্তৃক উপস্থাপিত ১৬/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের প্রতিবেদন এর ক্রমিক নং-০৭ এ উল্লেখ রয়েছে অফিস ভাড়ায় হলফ নামায় ঘোষিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৪.৪৪ লক্ষ টাকা। অথচ এ খাতে এক টাকাও ব্যয় করা হয়নি। কম্পিউটার সরঞ্জাম খাতে হলফ নামায় ঘোষিত ব্যয় (৩৫.১১-২.৬৪)= ৩২.৪৭ লক্ষ টাকা কম বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পটি কম্পিউটার সফটওয়্যার উন্নয়ন ও অন্যান্য আইটি সেবার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হলেও এ খাতে যথাযথ বিনিয়োগ হয়নি। আসবাবপত্র, বাজারজাতকরণ ও প্রচারমূলক ব্যয় (৪৯.৪৪-৩২.৯৮)=১৬.৪৬ লক্ষ টাকা কম। ফলে উদ্যোক্তার অংশ যথাযথ বিনিয়োগ হয়নি এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নও প্রশ্নাতীত।

- প্রকল্পটির লিয়েন ব্যাংক ও ইইএফ ইউনিট কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়নি। কোম্পানির নামে ক্রয়কৃত জমির মূল দলিল সংগ্রহ করা হয়নি। ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, আয়-ব্যয় বিবরণী এবং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বছরে ৪টি বোর্ড সভার কার্যবিবরণী, বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, লিয়েন ব্যাংক ও আইসিবি কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়নি।

ফলে তালিকা বহির্ভূত লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ইইএফ সহায়তা প্রদান ও যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত ও মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী মূলধন বাই-ব্যাক না করায় ২১৬.৯৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৪)।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের ৮ ও ১৩ নং শর্তের লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

প্রকল্পটির মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক অবস্থায় ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ থাকলেও পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ১২.০৯.২০১২ খ্রি. তারিখে আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০.১০.২০১২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিটি বিষয়ক মঞ্জুরি বোর্ডের ১৩ তম সভায় মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ পরিবর্তন করে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পের নিকট হতে ৪র্থ বছরের ১০% সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক বাবদ ২২.৬ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩০.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখে ৫ লক্ষ ও ৯.০৭.২০২০ খ্রি.তারিখে ৫ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২.৬ লক্ষ টাকা পরিশোধের বিষয়ে উদ্যোক্তাগণ সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদন করলে সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে গত ২৯.৯.২০২০ খ্রি. তারিখে উদ্যোক্তাগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্পের হালনাগাদ অবস্থা পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত গত ৩১.০৮.২০২০ খ্রি. তারিখে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে রয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-১৩ ও ৮ এর লঙ্ঘন করে তালিকা বহির্ভূত লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ইইএফ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং মঞ্জুরির শর্ত পরিপালন করা হয়নি। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশ :

মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী শেয়ার বাই-ব্যাক করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক শেয়ার বাই-ব্যাক না করায় ৫,২৫,৯২,০০০ (পাঁচ কোটি পঁচিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা অনাদায়ি ।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে ইইএফ সহায়তা বাবদ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ইইএফ সহায়তা বাবদ অর্থ বিনিয়োগের পর মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক শেয়ার বাই-ব্যাক না করায় ৫,২৫,৯২,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আইসিবি এর ইইএফ বিভাগের পত্র নং- ৪১৭(ক) তারিখ: ০৬-০২-২০১১ খ্রি. অনুযায়ী এ সালাম এগ্রো ফুড প্রসেসিং লিমিটেড এর অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয় ৮২৭.৮৪ লক্ষ টাকার ৪৯% অর্থাৎ ৪০৫.৬৪ লক্ষ টাকা সহায়তা বাবদ ২৭-০১-২০১৩ খ্রি. তারিখ হতে ১১-১০-২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৩ টি কিস্তিতে বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ০১-০৫-২০১৪ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪-১০-২০১৫ খ্রি. তারিখে মোট প্রকল্প ব্যয় ১১৭৫.৩৩ লক্ষ টাকা নির্ধারণপূর্বক আইসিবি'র ইইএফ ইকুইটি ৫৭৫.৯২ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয় (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫)।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ইইএফ তহবিলের প্রথম কিস্তি ছাড়ের চার (৪) বছরের মধ্যে শেয়ারের ২০% বাই-ব্যাক করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অবশিষ্ট শেয়ারসমূহ ২০% হারে প্রথম কিস্তি ছাড়ের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বছরের মধ্যে বাই-ব্যাক করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আইসিবি কর্তৃপক্ষ শেয়ার বাই-ব্যাক করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

- ইইএফ তহবিলের প্রথম কিস্তি বিতরণ করা হয় ২৭-০১-২০১৩ খ্রি. তারিখ। উক্ত তারিখ হতে ৩০-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ সাত (৭) বছর আট (৮) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও মাত্র ৫০ লক্ষ টাকার সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করা হয়েছে যা মোট ৫৭৫.৯২ কোটি টাকার শেয়ারের ৮.৬৮%। মঞ্জুরিপত্রের ১৭ নং শর্ত মোতাবেক উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ৮০% অর্থাৎ ৪৬০.৮০ লক্ষ টাকার শেয়ার বাই-ব্যাক করার কথা।

- বাংলাদেশ ব্যাংক এর ১৬-০৭-২০০৯ খ্রি. তারিখের ইইএফ সার্কুলার নং-২৯ এর ১১.১০ অনুযায়ী ইইএফ সহায়তার বিপরীতে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের প্রাপ্ত লভ্যাংশের ৭৫% সরকারের পক্ষে আইসিবি এবং ২৫% প্রকল্প মূল্যায়নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য হবে। সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত লভ্যাংশ আইসিবি অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ইউনিটে জমা করবে।

- ২৭-০৭-২০১৫ খ্রি. তারিখ সম্পাদিত অঙ্গীকারনামায় উল্লিখিত ধারা-৫ এ গ্রাহক কোম্পানির লভ্যাংশ ঘোষণার অঙ্গীকার করলেও কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি।

- সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার মূল কারণ শুধুমাত্র পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ইইএফ সহায়তা তহবিলে বিনিয়োগ করা। পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অর্থ সম্পূর্ণ বিনিয়োগের পরে ইইএফ এর অর্থ বিনিয়োগের শর্তের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অর্থ সম্পূর্ণ বিনিয়োগ না হওয়া সত্ত্বেও ইক্যুইটির অর্থ সম্পূর্ণ বিনিয়োগ হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন প্রদানপূর্বক ইইএফ হতে অর্থ বিনিয়োগের পক্ষে মতামত প্রদান করা হয় এবং উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইক্যুইটির অর্থ বিতরণ করা হয়।

- এক্ষেত্রে ইইএফ এর অর্থ বিনিয়োগের পূর্বে তিনটি পরিদর্শন প্রতিবেদনে তিন ধরনের মতামত পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ০৩-০৩-২০১২ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের ৫১.১৯% কাজ সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। ২৪-০৫-২০১২ খ্রি. ও ২৫-০৫-২০১২ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে সাব ষ্টেশন (১০০০ কেভিএ) ও এক্সেসরিজ এবং ডিজেল জেনারেটর (৫৫০ কেভিএ) যথাযথ পাওয়া যায় উল্লেখপূর্বক ৮০% কাজ সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ১৯-০৭-২০১২ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে

সাব-স্টেশন বক্স ও সাব-স্টেশনের কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশে উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামাঙ্কিত কোন সিল পাওয়া যায়নি এবং ডিজেল জেনারেটর পুরাতন উল্লেখপূর্বক ৩১.৮৮% কাজ সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক আইসিবির সহকারী মহাব্যবস্থাপক বরাবরে লিখিত ০৭-০৮-২০১২ খ্রি. তারিখের পত্র হতে দেখা যায় ১৯-০৭-২০১২ খ্রি. তারিখের পরিদর্শনকারী দল কর্তৃক জেনারেটর খুলে না দেখেই পুরাতন বলে মতামত দেয়া হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক অর্থ ছাড় করা প্রয়োজন ছিল যা না করেই অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের ১৭ নং শর্ত লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উদ্যোক্তার ইক্যুইটির অর্থ সম্পূর্ণ বিনিয়োগ না হলে পরবর্তীতে পুনরায় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উদ্যোক্তার বিনিয়োগ সন্তোষজনক বিবেচিত হলে এবং প্রকল্পের স্বার্থে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইক্যুইটির অর্থ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের তারিখ হতে ৮ম বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেয়ার বাই-ব্যাক করার বিধান আছে। ২৪.০৫.২০১২ খ্রি. ও ২৫.০৫.২০১২ খ্রি. তারিখে আইসিবি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত পরিদর্শন দল কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন দল কর্তৃক প্রকল্পে মোট ৩৩৬.৭২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ দেখানো হয়। উক্ত পরিদর্শন দল কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন আইসিবির ইন্টারনাল কন্ট্রোল কমপ্লায়েন্স ডিভিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় গত ১৯.০৭.২০১২ খ্রি. তারিখে উক্ত ডিভিশনের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পটি পুনরায় পরিদর্শন করেন। ২য় পরিদর্শন দল কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ ঘাটতিসহ ১টি পুরাতন জেনারেটর এবং ১টি অসম্পন্ন সাব-স্টেশন বাবদ ১ম পরিদর্শন দল কর্তৃক গৃহীত বিনিয়োগ ৩৩৬.৭২ লক্ষ টাকা হতে ৭২.৭৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ঘাটতি অর্থাৎ ২৬৩.৯৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ দেখানো হয়। পরবর্তীতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের পরামর্শে ২য় পরিদর্শন দলের বিনিয়োগ গ্রহণপূর্বক ১৫৮.২৫ লক্ষ টাকা মার্জিন জমা প্রদান সাপেক্ষে এল/সি অনাপত্তি পত্র দেয়া হয়। উদ্যোক্তা এলসি মার্জিন ১৫৮.২৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৩০ লক্ষ টাকা জমা প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে এলসির কাগজপত্রাদি যাচাইপূর্বক এলসি ওপেনকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, মধুপুর শাখা টাংগাইল-এ ১৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়। পূর্বে প্রদর্শিত জেনারেটরটি পুরাতন কি-না এবং সাব-স্টেশন অসম্পন্ন কি না ২৬.০৪.২০১৩ খ্রি. তরিখে যাচাই করা হয়। যাচাইঅন্তে জেনারেটর এবং সাব-স্টেশন সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

মঞ্জুরিপত্রের ১৭ নং শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেয়ার বাই-ব্যাক করার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। ২৪.০৫.২০১২ খ্রি. ও ২৫.০৫.২০১২ খ্রি. তারিখে গঠিত পরিদর্শন দল কর্তৃক প্রকল্পটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক দাখিলকৃত প্রতিবেদন আইসিবির ইন্টারনাল কন্ট্রোল কমপ্লায়েন্স ডিভিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ১৯.০৭.২০১২ খ্রি. তারিখে উক্ত ডিভিশনের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পটি পুনরায় পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে ২৪.০৫.২০১২ খ্রি. ও ২৫.০৫.২০১২ খ্রি. তারিখে গঠিত পরিদর্শন দলের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিলো। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ইইএফ খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

মঞ্জুরিপত্রের ১৭ নং শর্ত মোতাবেক সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ইইএফ সমমূলধন সহায়তা বাবদ বিনিয়োগের অর্থ প্রকল্পে যথাযথভাবে বিনিয়োগ না করায় এবং সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের অনাদায়ি ১,১৮,০০,০০০ (এক কোটি আঠার লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে ইইএফ সহায়তা বাবদ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত অনুযায়ী ইইএফ সমমূলধন সহায়তা বাবদ বিনিয়োগের অর্থ প্রকল্পে যথাযথভাবে বিনিয়োগ না করায় এবং সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ১,১৮,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আইসিবি এর ইইএফ বিভাগের মঞ্জুরিপত্র-৯৩; তারিখ-২৮-০৬-২০১০ খ্রি. অনুযায়ী আজমা এগ্রোভেট লিমিটেড এর অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয় ২০৪.৩৯ লক্ষ টাকার ৪৯% অর্থাৎ ১০০.১৫ লক্ষ টাকা ইইএফ সহায়তা বাবদ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে মোট প্রকল্প ব্যয় সংশোধনপূর্বক ৩০৫.৪৩ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হলে ১৮-০৮-২০১১ খ্রি. তারিখের পত্র নং-৩২৮ অনুযায়ী গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ব্যয় এর ৪৯% অর্থাৎ ১৪৯.৬৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয় এবং ০২-০১-২০১২ খ্রি. ও ০৩-০১-২০১৩ খ্রি. তারিখে দুই কিস্তিতে মোট ১১৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয় (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬)।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- গত ২৯-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্রকল্পের অবকাঠামো খাতে কোন প্রকার বিনিয়োগ নেই। অর্থাৎ ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ প্রদত্ত ৪৪ লক্ষ টাকা প্রকল্পে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করা হয়নি।
- অর্থ ছাড়করণ কালে পরিদর্শন প্রতিবেদনে অর্থ ছাড়করণের সমর্থনে সব রকম আনুকূল্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হলেও আদায়কালে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক্ষেত্রে প্রথম কিস্তি অর্থ ছাড়করণের পূর্বে ১৮-১২-২০১১ খ্রি. ও ১৯-১২-২০১১ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় উল্লিখিত বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার পক্ষে মতামত প্রদান করা হয়েছে। উপসংহারে উল্লেখ করা হয়, উদ্যোক্তার বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ১৮০.৮৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫৯.২১% যা বিনিয়োগতব্য অর্থের চেয়ে ২৫.০৯ লক্ষ টাকা বেশী। অথচ ২৯-০৯-২০১৮ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্রকল্পের অবকাঠামো খাতে কোন প্রকার বিনিয়োগ নেই।
- ২৫-০১-২০২০ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্রকল্পটি সীমিত বাণিজ্যিক উৎপাদনে রয়েছে। প্রকল্পটি কখনো বাণিজ্যিক উৎপাদনে গিয়েছিল কিনা সে সংক্রান্ত কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন নথিতে পাওয়া যায়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর ১৬-০৭-২০০৯ খ্রি. তারিখে ইইএফ সার্কুলার নং-২৯ এর ১১.১০ অনুযায়ী ইইএফ সহায়তার বিপরীতে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর কোম্পানি কর্তৃক কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত-১৬ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইইএফ তহবিলের প্রথম কিস্তি ছাড়ের চার (৪) বছরের মধ্যে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের ২০% বাই-ব্যাক করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অবশিষ্ট সরকারি শেয়ারসমূহ ২০% হারে প্রথম কিস্তি ছাড়ের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বছরের মধ্যে বাই-ব্যাক করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আইসিবি কর্তৃপক্ষ সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- ইইএফ তহবিলের প্রথম কিস্তি বিতরণ করা হয় ০২-০১-২০১২ খ্রি. তারিখ। উক্ত তারিখ হতে ৩০-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আট (৮) বছর নয় (৯) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কোন সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করা হয়নি যা মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপন্থি এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- প্রগতি ইনস্যুরেন্স লিমিটেড এর পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইএফ বিভাগ কর্তৃক ইইএফ সমমূলধন সহায়তা বাবদ বিনিয়োগের নিমিত্ত ২৮-০৬-২০১০ খ্রি. তারিখ মঞ্জুরি প্রদান করা হয় এবং প্রগতি ইনস্যুরেন্স লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবরে মঞ্জুরিপত্র ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১৮-০৮-২০১১ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৯ এ মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রগতি ইনস্যুরেন্স লিমিটেড এর পরিবর্তে সোনালী ব্যাংক লিঃ অথবা

আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ কে নির্বাচন করার নির্দেশনা আরোপ করা হয় এবং আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ কে নির্বাচন করা হয় । এক্ষেত্রে প্রগতি ইনস্যুরেন্স লিমিটেড এর পরিদর্শন প্রতিবেদন বাতিল করা হয়নি এবং কোন কারণও উল্লেখ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের ১৬ নং শর্ত লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

গত ০৭/১২/২০১২ খ্রি. ও ০৮/১২/২০১২ খ্রি. তারিখে আইসিবি'র সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী বিল্ডিং ও সিভিল ওয়ার্কস ৭৫% এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এবং ১ম কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের বিনিয়োগ সম্পন্ন হওয়ায় ২য় কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়। উদ্যোক্তাগণ প্রকল্পের অনুকূলে ৩য়/শেষ কিস্তির অর্থ ছাড়ের জন্য আবেদন না করায় প্রকল্পের হালনাগাদ অবস্থা সরেজমিন পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত গত ১১.০৮.২০১৭ খ্রি. ও ১২.০৮.২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে ২য় কিস্তিতে প্রকল্পের অসমাপ্ত সিভিল ওয়ার্কস নির্মাণ বাবদ বিতরণকৃত ৪৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ না করলেও প্রকল্পের পুকুর খনন সম্পন্ন হয় এবং সেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষ পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের অনুকূলে ২য় কিস্তিতে বিতরণকৃত অর্থ যথাযথভাবে বিনিয়োগ না করায় ইইএফ এর সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদানের তাগাদা দিয়ে গত ২৫.১০.২০১৮ খ্রি., ০৬.০২.২০১৯ খ্রি. ও ০২.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১১/০৮/২০১৭ খ্রি. ও ১২/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে রয়েছে এবং লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

১১/০৮/২০১৭ খ্রি. ও ১২-০৮/২০১৭ খ্রি. পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে রয়েছে এবং লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়েছে। ১২-০৮-২০১৭ খ্রি. হতে অদ্যাবধি তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আর কোন পরিদর্শন করা হয়নি সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। উপরন্তু ইইএফ সহায়তার বিপরীতে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর কোম্পানি কর্তৃক কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি এবং শেয়ার বাই-ব্যাক করা হয়নি। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না কর সত্ত্বেও ইইএফ সমমূলধন সহায়তা বাবদ বিনিয়োগের ফলে সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক না করায় প্রতিষ্ঠানের ১,২২,৮৮,০০০ (এক কোটি বাইশ লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে ইইএফ সহায়তা বাবদ বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও ইইএফ সমমূলধন সহায়তা বাবদ বিনিয়োগের ফলে সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক না করায় প্রতিষ্ঠানের ১,২২,৮৮,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আইসিবি এর ইইএফ বিভাগের পত্র নং-১০০৩; তারিখ:২৪-১০-২০১১ খ্রি. অনুযায়ী পঞ্চমুখী ফিশারীজ লিমিটেড এর অনুকূলে মোট প্রকল্প ব্যয় ৩০১.২৮ লক্ষ টাকার ৪৯% অর্থাৎ ১৪৭.৬৩ লক্ষ টাকা ইইএফ সহায়তা বাবদ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়, যা ২২-০২-২০১২ খ্রি., ১৩-০৯-২০১২ খ্রি. ও ০৯-১০-২০১৩ খ্রি. তারিখ তিন কিস্তিতে মোট ১২২.৮৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত-০৯ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইইএফ এর অর্থ বিতরণের পূর্বেই প্রকল্পস্থলে পিডিবি/আরইবি/সোলার/ জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা। কিন্তু ০৫-০১-২০১২ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। অথচ উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে।

- ইইএফ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের জমি সর্বোচ্চ তিন জায়গায় হতে পারে। ০৫-০১-২০১২ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্রকল্পটি ছয়টি বিভিন্ন লোকেশনে অবস্থিত। তা সত্ত্বেও গ্রাহকের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক এর ১৬-০৭-২০০৯ খ্রি. তারিখে ইইএফ সার্কুলার নং-২৯ এর ১১.১০ অনুযায়ী ইইএফ সহায়তার বিপরীতে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের উপর কোম্পানি কর্তৃক কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত-১৭ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ইইএফ তহবিলের প্রথম কিস্তি ছাড়ের চার (৪) বছরের মধ্যে সরকারের নামে ইস্যুকৃত শেয়ারের ২০% বাই-ব্যাক করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অবশিষ্ট সরকারি শেয়ারসমূহ ২০% হারে প্রথম কিস্তি ছাড়ের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বছরের মধ্যে বাই-ব্যাক করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আইসিবি কর্তৃপক্ষ সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

- ইইএফ তহবিলের প্রথম কিস্তি বিতরণ করা হয় ২২-০২-২০১২ খ্রি. তারিখ। উক্ত তারিখ হতে ৩০-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত আট (৮) বছর সাত (৭) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কোন সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করা হয়নি যা মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপন্থি এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৭)।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের ০৯ এবং ১৭ নং শর্ত লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

আইসিবির পরিদর্শক দল পঞ্চমুখী ফিশারীজ লিঃ নামীয় প্রকল্পের ৩য় কিস্তির অর্থ বিতরণের পূর্বে ২য় কিস্তির বিনিয়োগ যাচাইয়ের লক্ষ্যে গত ০৬.০৯.২০১৩ খ্রি. ও ০৭.০৯.২০১৩ খ্রি. তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ১২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। সে অনুযায়ী এ খাতে ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্যোক্তার ০৬.০২.২০১২ খ্রি. তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০৭.০২.২০১২ খ্রি.তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি বিষয়ক মঞ্জুরি বোর্ডের ৮১তম সভায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়করণের পূর্বে প্রকল্পের জমি মোট ০৩ (তিন) খণ্ডে আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে, প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং ২৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বছরের ২০% হারে সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাককরণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্ম নিয়োগপূর্বক শেয়ারের ব্রেক আপ ভ্যালু নির্ণয় করে উদ্যোক্তা ও বাংলাদেশ সরকারের ৫১:৪৯ শেয়ারের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির বছরভিত্তিক অর্জিত নীট লাভের বিপরীতে লভ্যাংশ ঘোষণাপূর্বক সরকারের বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে আনুপাতিক অংশ আইসিবিকে প্রদান, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী আইসিবিতে প্রেরণ, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে ৪টি বোর্ডসভা, বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন ও প্রকল্পের স্থায়ী সম্পদের বীমা নবায়নপূর্বক বীমা সনদ ও প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন আইসিবি ও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করার নিমিত্ত তাগাদা দিয়ে ১২.০৫.২০১৬ খ্রি., ২৬.১০.২০১৬ খ্রি., ১৬.১১.২০১৭ খ্রি., ২৪.০৩.২০১৯ খ্রি., ০৩.১০.২০১৯ খ্রি. ও ২৬.১১.২০১৯ খ্রি. তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তাগাদাপত্র প্রেরণের পরও অর্থ পরিশোধ না করায় উদ্যোক্তাগণের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

শুধুমাত্র পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ইইএফ খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, ০৭.০২.২০১২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কৃষি বিষয়ক মঞ্জুরি বোর্ডের ৮১ তম সভায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ২য় কিস্তির অর্থ ছাড়করণের পূর্বে প্রকল্পের জমি মোট ০৩ (তিন) খণ্ডে আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে ০৩ (তিন) খণ্ডে আনয়নের বিষয়ে কোন প্রমাণক প্রদান করা হয়নি। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

মঞ্জুরিপত্রের ১৭ নং শর্ত মোতাবেক সরকারি শেয়ার বাই-ব্যাক করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম: প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগকৃত শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ পাওনা আদায় না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ৬,০০,০০,০০০ (ছয় কোটি) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ:

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ পাওনা আদায় না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ৬,০০,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আইসিবির শেয়ার বিভাগের মঞ্জুরিপত্র নং-৫৯৫৭(ঞ); তারিখ: ২৭-১০-২০১৬ খ্রি. অনুযায়ী সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর অনুকূলে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক ৩০ কোটি টাকার বিনিয়োগ মঞ্জুরির অধীনে ১০ টাকা মূল্যের ৩ কোটি শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হয়। মঞ্জুরির শর্ত অনুযায়ী আইসিবির অর্থ বিতরণের তারিখ হতে চব্বিশ (২৪) মাসের মধ্যে গ্রাহক কোম্পানি পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী বছর হতে কোম্পানি/উদ্যোক্তা কর্তৃক আইসিবিকে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর অন্যূন ১০% গ্যারান্টেড লভ্যাংশ প্রদান করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক লভ্যাংশ বাবদ ৬,০০,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয় নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৮)।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইসিবির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কোন নীতিমালা না থাকায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রে এক বছর সময় নির্ধারণ করা হলেও সিলভা ফর্মিসিউটিক্যালস লিমিটেড এর ক্ষেত্রে দু'বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ০৯-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখের প্রশাসনিক পরিপত্র নং-৪৯/২০১৯ এর ধারা-২১ এর ক অনুযায়ী "প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট" এর ক্ষেত্রে কোম্পানিকে আইসিবি থেকে সর্বশেষ অর্থ গ্রহণের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে আইপিও সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইপিও সম্পন্ন করা হয়নি।

- উক্ত প্রশাসনিক পরিপত্র এর ধারা-২১ এর খ অনুযায়ী "প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে অর্থ বিতরণের পূর্বে কোম্পানির সাথে বাই-ব্যাক চুক্তি সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলেও চুক্তি সম্পাদন করা হয়নি।

- আইসিবি উক্ত প্লেসমেন্ট শেয়ারের বিপরীতে কোন জামানত গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র শেয়ার সাবস্ক্রিপশন এগ্রিমেন্টের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফলে টাকা আদায়ের নিমিত্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৯ এ ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ এর সাথে কোম্পানির ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র আইসিবিতে জমা দেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও সংশ্লিষ্ট নথিতে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ:

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-০৫এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব:

উক্ত কোম্পানিতে আইসিবি কর্তৃক অর্থ বিতরণ করা হয়েছে গত ১৫.১২.২০১৬ খ্রি. তারিখে। অর্থ বিতরণকালে মঞ্জুরিপত্রের ০৫ নং শর্ত ছিল ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত শর্তানুযায়ী কোম্পানির পাবলিক শেয়ার ইস্যু সম্পন্ন করার শেষ সময় ১৫.১২.২০১৮ খ্রি. তারিখে হলেও কোম্পানি তা সম্পন্ন করেছে ২৯.৭.২০১৮ খ্রি. তারিখে। অর্থাৎ ২৪ মাস সময়ের মধ্যেই কোম্পানি পাবলিক শেয়ার ইস্যু সম্পন্ন করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোম্পানি আইপিওতে আসায় আইসিবি'র বিনিয়োগকৃত ৩০ (ত্রিশ) কোটি

টাকার শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করায় আসল বাবদ কোম্পানির নিকট অবশিষ্ট কোন পাওনা নেই। উক্ত কোম্পানির শেয়ারের বর্তমান মূল্য (২৮.৯.২০২০ খ্রি. তারিখের ক্লোজিং প্রাইজ) ২০.৭০ টাকা। মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী পর পর দুই বছর ১০% হারে লভ্যাংশ বাবদ মোট ৬ (ছয়) কোটি টাকা পাওনা আদায়ের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত টাস্কফোর্সের সদস্য, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও আইসিবি'র কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবি'র পাওনা পরিশোধের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন, যা আদায়ের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

প্লেসমেন্ট শেয়ার খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইসিবির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। জবাবে লভ্যাংশ বাবদ পাওনা ৬ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কবে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি এবং উক্ত অর্থ কবে নাগাদ আদায় করা হবে তাও উল্লেখ করা হয় নি। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

১০% হারে লভ্যাংশ বাবদ দুই বছরের পাওনা মোট ৬ কোটি টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : প্রকল্প সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক শেয়ার ক্রয় করা হলেও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারের লভ্যাংশ ও বিনিয়োগের মূল টাকা বাবদ অনাদায়ি ১৯,৬৫,০০,০০০ (উনিশ কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকল্প সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক শেয়ার ক্রয় করা হলেও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারের লভ্যাংশে ও বিনিয়োগের মূল টাকা বাবদ ১৯,৬৫,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আইসিবির শেয়ার বিভাগের ২৪-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং আইসিবি/এডি/০১.১০৪৭/১০৬৪/৪৭৫১ অনুযায়ী ওয়ান টেক্স লিমিটেড এর অনুকূলে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক ১০ কোটি টাকার বিনিয়োগ মঞ্জুরির অধীনে ১০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০,০০০ টি শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে ০১-০১-২০১৭ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-আইসিবি/এডি/০১.১০৪৭/১৪৩০ এর মাধ্যমে উক্ত খাতে আইসিবি কর্তৃক ৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ মঞ্জুরির অধীনে ১০ টাকা মূল্যের আরো ৫০,০০,০০০টি শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হয় । মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক আইসিবির অর্থ বিতরণের তারিখ হতে বার (১২) মাসের মধ্যে কোম্পানি পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী বছর হতে কোম্পানি/উদ্যোক্তা কর্তৃক আইসিবিকে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর নির্ধারিত হারে গ্যারান্টেড লভ্যাংশ প্রদান করবে । কিন্তু টাকা ছাড়করণ করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোম্পানি আইপিও ইস্যু করতে ব্যর্থ হয় এবং আইসিবি লভ্যাংশ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে । ফলে মূল টাকাসহ লভ্যাংশ বাবদ ১৯,৬৫,০০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৯) ।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- ২৪-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত (চ) তে আইসিবি কর্তৃক অর্থ বিতরণের তারিখ হতে বার (১২) মাসের মধ্যে কোম্পানিকে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে নির্দেশনা থাকলেও ০১-০১-২০১৭ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্রে চব্বিশ (২৪) মাসের মধ্যে কোম্পানিকে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণের শর্তারোপ করা হয়েছে ।
- প্রকল্প সম্প্রসারণ ও মেশিনারিজ স্থাপনের নিমিত্ত প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক শেয়ার ক্রয় করা হলেও উক্ত খাতে অর্থ ব্যয় এর সমর্থনে সম্প্রসারণ কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি ।
- আইসিবি উক্ত প্রাইভেট প্লেসমেন্টের বিপরীতে কোনরূপ জামানত গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র শেয়ার সাবস্ক্রিপশন এগ্রিমেন্টের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফলে টাকা আদায়ের নিমিত্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি ।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত (ঝ) তে পাবলিক শেয়ার ইস্যুকরণে ব্যর্থ হলে শেয়ারের লভ্যাংশ আদায়ের নির্দেশনা থাকলেও আইসিবি লভ্যাংশ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছেন ।
- বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন, আমদানি-রপ্তানি নিবন্ধন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের লাইসেন্স, মিলস এসোসিয়েশনের মেম্বারশীপ ইত্যাদি বিনিয়োগের পূর্বে যাচাই করা হয়েছে কিনা সংশ্লিষ্ট নথিতে তার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি ।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত (চ) ও (ঝ) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উক্ত কোম্পানিতে আইসিবি কর্তৃক অর্থ বিতরণ করা হয়েছে গত ০৩.০১.২০১৮ খ্রি. তারিখে। অর্থ বিতরণকালে সংশোধিত মঞ্জুরিপত্রের ৫ নং শর্ত ছিল ২৪ মাসের মধ্যে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত শর্তানুযায়ী পাবলিক শেয়ার ইস্যু সম্পন্ন করার শেষ সময় ছিল ৩/১/২০২০ খ্রি. তারিখে। কোম্পানি যথারীতি ২৫.৪.২০১৯ খ্রি. তারিখে বিএসইসি'তে প্রসপেক্টাস দাখিল করেছে। দাখিল পরবর্তী আইপিও নীতিমালায় কতিপয় শর্ত পরিবর্তন হওয়ায় উক্ত বিধিবিধানের আলোকে বিএসইসি কর্তৃক প্রসপেক্টাস অনুমোদিত হয়নি। কোম্পানি পুনরায় জুন' ২০ একাউন্টস এর উপর ভিত্তি করে আগামী অক্টোবর' ২০ এর মধ্যে আইপিও প্রসপেক্টাস বিএসইসি'তে দাখিল করবে মর্মে কোম্পানি কর্তৃক গত ২.৭.২০২০ খ্রি. তারিখের পত্রে উল্লেখ রয়েছে। কোম্পানির গত ০১.০৮.২০১৯ খ্রি. ও ০৮.০৩.২০২০ খ্রি. তারিখের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইসিবি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ০১.০১.২০১৭ খ্রি. তারিখে ইস্যুকৃত মঞ্জুরিপত্রের ১১ নং শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর জন্য ডিসেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরের অবশিষ্ট প্রাপ্য মোট ৮০,৪৬,৫৭৫.৩৪ (আশি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর টাকা চৌত্রিশ পয়সা) টাকা আদায়ের জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কোম্পানি কর্তৃক প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট এর মাধ্যমে শেয়ার ইস্যু করে অর্থ উত্তোলনের নিমিত্ত বিএসইসি হতে Consent Letter গ্রহণের সময় বিএসইসিতে জমাকৃত ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম অনুযায়ী উত্তোলিত অর্থ হতে প্রকল্প সম্প্রসারণ, ঋণ পরিশোধ, চলতি মূলধন সংগ্রহ ও অর্থ উত্তোলন সংক্রান্ত খাতে ব্যয় করবে। বিএসইসি-র Consent Letter অনুযায়ী বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডার হতে ১.৬২ কোটি এবং বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডার ব্যতীত অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের হতে ২০ কোটি টাকা উত্তোলন করবে। উক্ত ২০ কোটি টাকার মধ্যে আইসিবি ১৫ কোটি টাকার প্রি- আইপিও শেয়ার ক্রয় করে। সম্পূর্ণ অর্থ উত্তোলনের পর কোম্পানির অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে Use of Proceed অনুযায়ী ব্যয় করবে।

অডিটের মন্তব্য :

মূল অডিট আপত্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জবাব প্রদান করা হয়নি। যথাসময়ে বিনিয়োগের অর্থ আদায়ে আইসিবি ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া পূর্বের দু'বছরসহ ৩০ জুন'২০২০ সমাপ্ত বছরের প্রাপ্য লভ্যাংশ আদায় না করে কোম্পানির ০৮/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আইসিবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাবলিক শেয়ার ইস্যুর জন্য ডিসেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়, যা কোম্পানির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের শামিল। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে বিনিয়োগকৃত মূল টাকাসহ লভ্যাংশ বাবদ অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১০

শিরোনাম : আইসিবি কর্তৃক প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে শেয়ার ক্রয় করা হলেও শেয়ারের লভ্যাংশ ও বিনিয়োগকৃত অর্থ বাবদ অনাদায়ি ৯৭,৫৫,১০,০০০ (সাতানব্বই কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ দশ হাজার) টাকা।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, আইসিবি কর্তৃক প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে শেয়ার ক্রয় করা হলেও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারের লভ্যাংশ ও বিনিয়োগকৃত অর্থ বাবদ ৯৭,৫৫,১০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে ।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আইসিবির শেয়ার বিভাগের ০৫-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখের মঞ্জুরিপত্র নং-আইসিবি/এডি/০১.১০০৩/১২৯২/৫৫৪৫ অনুযায়ী জে এম আই হসপিটাল রিক্যুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড এর অনুকূলে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক ৮১ কোটি টাকার বিনিয়োগ মঞ্জুরির অধীনে ৩০ (অভিহিত মূল্য ১০ ও প্রিমিয়াম ২০) টাকা মূল্যের ২,৭০,০০,০০০ টি শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হয়। আইসিবির অর্থ বিতরণের তারিখ হতে বার (১২) মাসের মধ্যে কোম্পানি পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী বছর হতে কোম্পানি/উদ্যোক্তা কর্তৃক আইসিবিকে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর অন্যূন ১১% গ্যারান্টেড লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। কিন্তু টাকা ছাড়করণ করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোম্পানি আইপিও ইস্যু করতে না পারায় আইসিবি লভ্যাংশ আদায় করতে পারেনি। ফলে ৯৭,৫৫,১০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১০)।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত (০৭) এ আইসিবি কর্তৃক অর্থ বিতরণের তারিখ হতে বার (১২) মাসের মধ্যে কোম্পানি পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী বছর থেকে কোম্পানি/উদ্যোক্তা কর্তৃক আইসিবিকে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর অন্যূন ১১% হারে সুদ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু উক্ত শর্ত পরিপালন না করায় উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অনাদায়ি রয়েছে।

- আইসিবি উক্ত প্রাইভেট প্লেসমেন্টের বিপরীতে কোন জামানত গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র শেয়ার সাবস্ক্রিপশন এগ্রিমেন্টের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফলে টাকা আদায়ের নিমিত্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত (০৫) অনুযায়ী পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

- বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন, আমদানি-রপ্তানি নিবন্ধন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরের লাইসেন্স, মিলস এসোসিয়েশনের মেম্বারশীপ ইত্যাদি বিনিয়োগের পূর্বে যাচাই করা হয়েছে কিনা সংশ্লিষ্ট নথিতে তার কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত (৫) ও (৭) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

উক্ত কোম্পানিতে আইসিবি কর্তৃক অর্থ বিতরণ করা হয়েছে গত ২৪/০৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে। অর্থ বিতরণকালে মঞ্জুরিপত্রের ০৫ নং শর্ত ছিল ১২ (বার) মাসের মধ্যে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত শর্তানুযায়ী পাবলিক ইস্যু সম্পন্ন করার শেষ সময় হলো ২৪/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে। কিন্তু কোম্পানি অদ্যাবধি পাবলিক শেয়ার ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্নে সক্ষম হয়নি। অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, উক্ত টাস্কফোর্সের সদস্য, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও আইসিবি'র কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবি'র পাওনা পরিশোধের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। যা আদায়ের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আইসিবিতে আবেদনকৃত কোম্পানির প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর অনুমোদন ও সম্পদ মান বিবেচনা করা হয়। কোম্পানির প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সাবস্ক্রিপশন এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। বিএসইসি কর্তৃক উল্লিখিত নিবন্ধন/লাইসেন্স/মেম্বারশীপ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং বিদ্যমান প্রকল্পের বিগত ০৩ বছরের লাভজনকতা যাচাইপূর্বক Consent Letter ইস্যু করে থাকে। উক্ত Consent Letter ও প্রকল্পের আর্থিক লাভজনকতা ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বিনিয়োগ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

কোম্পানি অদ্যাবধি পাবলিক শেয়ার ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও ও অদ্যাবধি অনাদায়ি অর্থ আদায় করা হয়নি। প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইসিবির কোন নীতিমালা না থাকায় বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। তাছাড়া জবাবে আইসিবি কর্তৃক আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠনের কথা বলা হলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, যথাসময়ে বিনিয়োগের অর্থ আদায় করা হয়নি। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশ :

বিনিয়োগকৃত মূল টাকাসহ লভ্যাংশ বাবদ অনাদায়ি টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১১

শিরোনাম : আন্ডারটেকিং ও ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ না করে বিনিয়োগকৃত প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় না হওয়ায় ৪,৩০,৬৫,০০০ (চার কোটি ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা অনাদায়ি।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, কোন প্রকার যাচাই ব্যতিরেকে এবং আন্ডারটেকিং ও ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ না করে বিনিয়োগকৃত প্রাইভেট প্লেসমেন্ট শেয়ারের লভ্যাংশ আদায় না হওয়ায় ৪,৩০,৬৫,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, আইসিবির শেয়ার বিভাগের ৩১-১২-২০১৪ খ্রি. তারিখের পত্র নং-আইসিবি/এডি/০১.৯৯৯/১৪৩৪(ট)/১৩৩০ (ড-ক) অনুযায়ী আমরা নেটওয়ার্ক লিমিটেড এর অনুকূলে প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে আইসিবি কর্তৃক ১৫.৪০ কোটি টাকার বিনিয়োগ মঞ্জুরির অধীনে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ার ১২ টাকা প্রিমিয়ামসহ ২২ টাকা মূল্যে ৭০,০০,০০০ টি শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হয় । পরবর্তীতে ১১.৮৮ কোটি টাকার ৫৪,০০,০০০ টি শেয়ার ক্রয় করা হয় । মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী আইসিবি এর অর্থ বিতরণের তারিখ হতে বার (১২) মাসের মধ্যে কোম্পানির পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা। কিন্তু টাকা ছাড়করণ করার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোম্পানি আইপিও ইস্যু করতে ব্যর্থ হয় এবং আইসিবি লভ্যাংশ আদায়ে সক্ষম হয়নি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১)।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- আইসিবি'র ০৯-১০-২০১৯ খ্রি. তারিখের প্রশাসনিক পরিপত্র নং-৪৯/২০১৯ এর ধারা-২১ এর (খ) অনুযায়ী প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট এর ক্ষেত্রে অর্থ বিতরণের পূর্বে কোম্পানির সাথে বাই-ব্যাক চুক্তি সম্পাদনের নির্দেশনা রয়েছে। যেহেতু প্লেসমেন্ট শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আইসিবি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কোন নীতিমালা নেই, সেহেতু অর্থ বিতরণের পূর্বে কোম্পানির সাথে বাই-ব্যাক চুক্তি সম্পাদন করা হয়নি। এমনকি মঞ্জুরির ক্ষেত্রেও বাই-ব্যাক এর শর্ত আরোপ করা হয়নি।
- আইসিবি উক্ত প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এর বিপরীতে অর্থ বিনিয়োগকালে কোম্পানির পরিচালকগণের কাছ থেকে আন্ডারটেকিং ও ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র শেয়ার সাবস্ক্রিপশন এগ্রিমেন্টের উপর ভিত্তি করে শেয়ারের টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফলে টাকা আদায়ের নিমিত্ত কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।
- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব এর "আমরা নেটওয়ার্কস লিমিটেড এর প্রস্তাবিত প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ইস্যুতে আইসিবির নিজস্ব পত্রকোষে আইসিবি কর্তৃক ১৫.৪০ কোটি টাকার পরিবর্তে ১১.৮৮ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয়" সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির ১৩-০১-২০১৪ খ্রি. তারিখের সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ১১.৮৮ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করা হয়। কিন্তু প্রস্তাব পরিচালনা পর্ষদে পেশ করা হয়নি এবং পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- কোন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক কার্যাদি সম্পাদন করা হয়ে থাকে এবং উক্ত প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির মতামতের আলোকে প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পূর্বে প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন নথিতে পাওয়া যায়নি।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬ এ আইসিবির অর্থ বিতরণের তারিখ হতে বার (১২) মাসের মধ্যে কোম্পানিকে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী বছর থেকে কোম্পানি/উদ্যোক্তা কর্তৃক আইসিবিকে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর অন্যূন ১৪.৫০% গ্যারান্টেড লভ্যাংশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, অর্থ ছাড় করা হয়েছে ২০-০১-২০১৫ খ্রি. তারিখে। অর্থ ছাড়করণের পর হতে ছয় বছরের মধ্যে কোন টাকা আদায় না করায় বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অবহেলার শামিল এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অনিয়মের কারণ :

মঞ্জুরিপত্রের শর্ত-০৬ এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বিগত ০৯.১০.২০১৯ খ্রি. তারিখে প্রশাসনিক পরিপত্র নং- ৪৯/২০১৯ জারির মাধ্যমে বাই ব্যাক চুক্তির বাধ্যতামূলক করার পর থেকে পরবর্তীতে এই শর্ত মেনে চলা হচ্ছে। উক্ত কোম্পানিতে আইসিবি কর্তৃক অর্থ বিতরণ করা হয়েছে গত ২০/০১/২০১৫ খ্রি. তারিখে। অর্থ বিতরণকালে মঞ্জুরিপত্রের ০৪ নং শর্ত ছিল অর্থ বিতরণের তারিখ থেকে ১২ (বার) মাসের মধ্যে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সে অনুযায়ী কোম্পানি সাড়ে ৩ মাসের মধ্যে অর্থাৎ গত ২৯/০৪/২০১৫ খ্রি. তারিখে বিএসইসিতে আইপিও'র জন্য আবেদন করেছে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে পাবলিক ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ৩০ (ত্রিশ) মাস সময় লেগেছে (আইপিও'র চাঁদা গ্রহণ শুরু করেছিল ০৬/০৮/২০১৭ খ্রি. তারিখে)। কোম্পানি আইপিও'র সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডিএসই এবং সিএসই উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়ে নিয়মিত লেনদেন হচ্ছে। আইসিবি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত ১১.৮৮ (এগারো কোটি) কোটি টাকার বিপরীতে ৫৪,০০,০০০টি শেয়ার আইসিবি'র বিও হিসাবে জমা হয়েছে। ফলে আসল বাবদ উক্ত কোম্পানির নিকট অবশিষ্ট কোন পাওনা নেই। মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাবলিক শেয়ার ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় "ন্যূনতম নিশ্চয়কৃত দেয়" বাবদ উক্ত কোম্পানির নিকট আইসিবি মোট ৪.৩০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। উক্ত পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, উক্ত টাস্কফোর্সের সদস্য, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও আইসিবি'র কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবি'র পাওনা পরিশোধের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। যা আদায়ের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্প অনুমোদনের সময়ে বিদ্যমান কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক ক্ষমতা অর্পণ নীতিমালা অনুযায়ী প্লেসমেন্টে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষমতা ছিল। অতএব, তৎকালীন সময়ে আলোচ্য প্রকল্পে বিনিয়োগ অনুমোদনের জন্য পরিচালনা বোর্ডে উপস্থাপনের আবশ্যকতা ছিলো না।

অডিটের মন্তব্যঃ

আইসিবি এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্লেসমেন্ট শেয়ার বিনিয়োগ সংক্রান্ত কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। জবাবে লভ্যাংশ বাবদ পাওনা ৪.৩০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে উল্লেখ করা হলেও উক্ত অর্থ কবে নাগাদ আদায় করা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবি'র পাওনা পরিশোধের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

উক্ত কোম্পানির নিকট হতে আইসিবি'র মোট পাওনা ৪,৩০,৬৫,০০০ টাকা জরুরি ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১২

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফডিআর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করায় অনাদায়ি ৭৬৬,৭৪,৬৩,৪৪৯ (সাতশত ছেষট্টি কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত উনপঞ্চাশ) টাকা ।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর এফডিআর সংক্রান্ত নথি ও প্রতিবেদন এবং বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত হতে দেখা যায় যে, অনিয়মিতভাবে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফডিআর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করায় ৭৬৬,৭৪,৬৩,৪৪৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, আইসিবি এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং এর আওতাধীন শাখা অফিসসমূহ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ১০টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী ৬৬৩,৯৫,৬২,১০৩ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আইসিবি এর পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত থাকার পরও সংশ্লিষ্ট অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেয়াদান্তে এফডিআরগুলো নগদায়ন না করা এবং সুদ পরিশোধ থেকে বিরত থাকায় আইসিবি এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং কর্পোরেশনের সুদ আদায় ব্যর্থতায় আসল ও সুদসহ মোট ৭৬৬,৭৪,৬৩,৪৪৯ টাকা অনাদায়ি রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট : **১২/১-১২/৮**)।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নীতি ও আর্থিক প্রণোদনা শাখার ০১-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখের নির্দেশনা নথি নম্বর-২০৫ এর ক্রমিক (খ), (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী স্মারকের কার্যকারীতা ২৫/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের পর বলবৎ না থাকায় অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFI) এ কর্পোরেশন এর নিজস্ব আমানতের অর্থ জমা রাখার সুযোগ নেই।
- আইসিবি বোর্ডের ১৫-০২-২০১৮ খ্রি. তারিখের ৫২৭তম সভার ১৯(২) মোতাবেক অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFI) এ বিনিয়োগকৃত এফডিআর সমূহ মেয়াদান্তে পর্যায়ক্রমে নগদায়ন পূর্বক ব্যাংকসমূহে সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করে বিনিয়োগের নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।
- উল্লিখিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ এর মহাব্যবস্থাপককে আইসিবির ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর ০২-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্র নং ৪০/প্র. কা/এফ এম ডি/৮০০ এর মাধ্যমে অবহিত করা হলেও এ বিষয়ে পরবর্তীতে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।
- পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনে কার্যক্রম শুরু করে। আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে না পারায় ব্যাংক বহির্ভূত এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি অবসায়ন (লিকুইডেশন) করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর ০১/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের নথি নং-২০৫ এর ক্রমিক (খ)(গ) ও (ঘ) এর লঙ্ঘন।
- আইসিবি বোর্ডের ১৫/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৫২৭ তম সভার সিদ্ধান্ত নং-১৯(২) এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নীতি ও আর্থিক প্রণোদনা শাখার ০১-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখের নির্দেশনা নথি নম্বর - ২০৫ এর কার্যকারীতা ২৫/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত হলেও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে না পারায় এফডিআরসমূহ নগদায়নে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে আইসিবি পরিচালনা বোর্ড এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইসিবি কর্তৃক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ এফডিআরসমূহ নগদায়ন না করায় মহাব্যবস্থাপক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর মেয়াদোত্তীর্ণ এফডিআরসমূহ নগদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। এফডিআরসমূহ নগদায়নের লক্ষ্যে ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও আইসিবি কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ১২ নং আইন) এর ধারা- ১৭(গ), ১৭(ঠ) ও ১৭(দ) মোতাবেক কর্পোরেশনের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতার মধ্যে থাকায় সংগৃহীত মেয়াদী আমানত এর সিংহভাগ পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সংগৃহীত আমানত এর সুদ/আসলের অংশ যথাসময়ে পরিশোধের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত তরল অবস্থায় রাখার লক্ষ্যে এর একটি ক্ষুদ্র অংশ বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মেয়াদী আমানত (এফডিআর) হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। সুতরাং কর্পোরেশন অনিয়ম এবং ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে কোন এফডিআর এ বিনিয়োগ করেনি। কর্পোরেশনের দীর্ঘ দিনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে পিপলস্ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি: এ এফডিআর হিসাবে বিনিয়োগকৃত ১০ কোটি টাকার এফডিআর টি নগদায়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।

অডিটের মন্তব্য :

পিপলস্ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি: কে কবে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তাও জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নীতি ও আর্থিক প্রণোদনা শাখার ০১-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখের নির্দেশনা নথি নং-২০৫ এর কার্যকারীতা ২৫-১১-২০১৮ খ্রি. তারিখের পর বলবৎ না থাকায় আপত্তিকৃত টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশ :

এফডিআর খাতে আপত্তিকৃত টাকাসহ অবসায়নকৃত পিপলস্ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি: এ আইসিবি ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পোর্টফলিওতে বিনিয়োগকৃত টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৩

শিরোনামঃ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে এফডিআর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের ফলে কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি ২০৫,৬৮,০৭,৬৭২ (দুইশত পাঁচ কোটি আটষট্টি লক্ষ সাত হাজার ছয়শত বাহাত্তর) টাকা ।

বিবরণঃ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে এফডিআর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের ফলে কর্পোরেশনের ২০৫,৬৮,০৭,৬৭২ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর এফডিআর সংক্রান্ত নথি ও প্রতিবেদন এবং বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত হতে দেখা যায়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নীতি ও আর্থিক প্রণোদনা শাখার ০১/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের নির্দেশনা বিজ্ঞপ্তি নং-২০৫ এর (খ),(গ)ও (ঘ) অনুযায়ী স্মারকের কার্যকারীতা ২৫/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের পর বলবৎ না থাকায় বেসরকারি ব্যাংকসমূহে কর্পোরেশন এর নিজস্ব আমানতের অর্থ জমা রাখার সুযোগ নেই।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- কর্পোরেশনের আমানত (ডিপোজিট) সুরক্ষা ও নিশ্চয়তার লক্ষ্যে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের ফিন্যান্সিয়াল ইনডিকেটরসমূহ (সূচক) Interest Rate deposit, Interest Rate lending, Interest Rate Spread, CAMELS Rating, Liquidity, Rate of return, CRR, ব্যালেন্স শীট ইত্যাদি বিশ্লেষণ/যাচাই না করে সদ্য অনুমোদিত বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করা হয়েছে ।

- পদ্মা ব্যাংক লিঃ (দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ) এ বিনিয়োগকৃত এফডিআরসমূহ মে-জুন/২০১৭ তারিখের পরবর্তীতে নগদায়ন বা সুদ বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করেনি। আইসিবি বোর্ডের ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৫৭২তম সভায় নভেম্বর/২০১৭ মাস হতে অনিয়মিতভাবে পদ্মা ব্যাংক লিঃ (দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ) এ বিনিয়োগকৃত এফডিআরসমূহ নিয়মিতকরণসহ ৩১/১২/২০১৯ খ্রি. তারিখ সময়কাল পর্যন্ত আইসিবি এর গড় কস্ট অফ ফান্ড ৯.৯৯% হওয়ায় সুদের হার ৯.৯৯% ধার্য করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে কর্পোরেশনের কস্ট অফ ফান্ড বিবেচনায় এফডিআর সমূহ নবায়নে সুদহার নির্ধারণ করার নির্দেশনা থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি।

- সরকারি নির্দেশনা ও বর্ণিত ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগত মান, ব্যবস্থাপনা, উপার্জন ক্ষমতা, তারল্য ও বাজার ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় বিনিয়োগ করা হয়নি ।

- আইসিবি কর্তৃক অনিয়মিত এবং আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী ১১টি ব্যাংকে ১৭৪,৭৯,২২,০৮৫ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আদায়যোগ্য ২০৫,৬৮,০৭,৬৭২ টাকার মধ্যে ১৩৬,০১,৫৪,৯৫০ টাকা মেয়াদোত্তীর্ণ রয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ১৩৬,০১,৫৪,৯৫০ টাকা পদ্মা ব্যাংক লিঃ এর নিকট প্রাপ্য। আইসিবি বোর্ডের সিদ্ধান্ত থাকার পরও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মেয়াদান্তে এফডিআরগুলো নগদায়ন না করা এবং সুদ পরিশোধ থেকে বিরত থাকায় আইসিবি এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট -১৩/১-১৩/৭)।

অনিয়মের কারণঃ

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ০১.০৮.২০১৮ খ্রি. তারিখের নির্দেশনা ২০৫ এর (খ), (গ) ও (ঘ) এর লঙ্ঘন।
- আইসিবি বোর্ডের ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৫৭২ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এর লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ০১-০৮-২০১৮ খ্রি. তারিখের নির্দেশনা নথি নম্বর-২০৫ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য এবং এফডিআর খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে এ নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়নি।
- দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ (বর্তমান পদ্মা ব্যাংক লিঃ) এর বর্তমানে আসলের স্থিতি ১০৭.১৮ কোটি টাকা। বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত পরিপালন এবং এফডিআরসমূহ নগদায়ন ও সুদ আদায়ের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে আইসিবি বোর্ডের ১১/১১/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৫৭২তম সভাসহ আন্যান্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এর লঙ্ঘন ঘটেনি। পদ্মা ব্যাংক লিঃ এর পর্ষদে আইসিবি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় রয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর ০১/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং-২০৫ এর ক্রমিক (খ) তে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যাংকসমূহে মোট ৫০% নিজস্ব আমানতের অর্থ জমা রাখা যাবে এবং এ নির্দেশনা ২৫/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ফলে নির্দেশনা অনুযায়ী ২৫/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখের পর বেসরকারি ব্যাংকসমূহে কর্পোরেশনের নিজস্ব আমানতের অর্থ জমা রাখার সুযোগ নেই।

জবাবে এফডিআর এ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি বিভিন্ন ব্যাংকের প্রেরিত প্রস্তাব এবং কর্পোরেশনের স্বার্থ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলা হলেও কর্পোরেশনের ডিপোজিট সুরক্ষা ও নিশ্চয়তায় বেসরকারি ব্যাংকসমূহের ফিন্যান্সিয়াল ইনডিকেটরসমূহ বিশ্লেষণ/যাচাই না করে এফডিআর এ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করায় উল্লিখিত টাকা অনাদায়ি রয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

কর্পোরেশনের এফডিআর এর মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি ২০৫,৬৮,০৭,৬৭২ টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ১৪

শিরোনাম : আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর স্বল্পমেয়াদি ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়ায় অনাদায়ি ২৯৯,৫৪,৬৫,০০০ (দুইশত নিরানব্বই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা।

বিবরণঃ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনাকালে আইসিবি এর নিয়ন্ত্রণাধীন আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর মার্জিন ঋণ হিসাবের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর স্বল্পমেয়াদি ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়ায় ২৯৯,৫৪,৬৫,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, আইসিবি এর নিয়ন্ত্রণাধীন আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড-কে শেয়ার ব্যবসার একাউন্ট হোল্ডারগণকে শেয়ার ক্রয় বাবদ মার্জিন ঋণ প্রদানের নিমিত্ত ২৭-০৫-২০০৩ খ্রি. তারিখে এক বছর মেয়াদে ১০% সুদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ঋণ সীমা বৃদ্ধি করা হয়। উল্লেখ্য, ঋণ মঞ্জুরিপত্র নথিতে পাওয়া যায়নি এবং ৩০-০৬-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৯৯,৫৪,৬৫,০০০ টাকা পাওনা রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট -১৪)।

এছাড়া নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়,

- ২৪-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৮৯তম বোর্ড সভায় ঋণসীমা ৪০০ কোটি হতে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার পরে ১৯-১২-২০১৬ খ্রি. তারিখ ২০ কোটি এবং ২২-০৬-২০১৭ খ্রি. তারিখ ৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। এক বছর পরে সুদ-আসলে সমন্বয়ের পর পুনরায় নবায়ন না করায় সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদোত্তীর্ণ দায় সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ঋণটি ক্ষতিজনক দায়ে পরিণত হয়েছে।

- আইসিবির ৫০৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ৩১-১২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত স্বপ্নমেয়াদী ঋণের বিপরীতে ১:১.৫ রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে আসল ৩৬৪ কোটি টাকা হতে ৯৭ কোটি টাকা এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুদের বিপরীতে ১০৯.১৮ কোটি টাকা হতে ১০০.৭৯ কোটি টাকা, মোট ১৯৭.৭৯ কোটি টাকা সমন্বয় করা হয় । এক্ষেত্রে ঋণ হিসাবে সন্তোষজনক লেনদেন না করায় নগদে কোন অর্থই আদায় করা হয়নি। রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়েছে মাত্র। ফলে আইসিবির উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- আইসিবি কর্তৃক আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর সাথে কোন প্রকার ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদন না করেই ঋণের টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে সমসাময়িক ঋণের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হলেও আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর সাথে কোন প্রকার ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদন না করেই ঋণ বিতরণ আর একটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

- সংশ্লিষ্ট কোম্পানি শেয়ার ব্যবসার হিসাবধারীগণকে মার্জিন ঋণ প্রদানের নির্ধারিত ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করায় এবং ক্রয়কৃত শেয়ারের মূল্য ঋণসীমার অনেক নিম্নে অবমূল্যায়ন করায় উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর স্বল্পমেয়াদি ঋণের বকেয়া পাওনা মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়া।
- ঋণ চুক্তিপত্র সম্পাদন না করা।
- নগদে আদায় না করে রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে সমন্বয় করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ বিভিন্ন সময়ে আইসিবি হতে স্বল্প মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করেছে এবং ঋণ পরিশোধ করে আসছে। ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আসল বাবদ ১৭৬ কোটি টাকা এবং সুদ বাবদ ১৩৭.৪৭ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু শেয়ার মার্কেটের মন্দাবস্থার প্রেক্ষিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আসল ও সুদ বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি ভবিষ্যতে বিবেচনা করা যেতে পারে। আইসিএমএল এর ১৭-১১-২০১৬ খ্রি. তারিখের ১৪৩তম সভায় এবং ২২-১২-২০১৬ খ্রি. তারিখের ১৪৪তম পর্ষদ সভায় রাইট শেয়ার ইস্যুর নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৪-০৫-২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিবি'র পরিচালনা বোর্ডের ৫০৬তম সভায় রাইট শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৭-১২-২০১৭ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক রাইট শেয়ার ইস্যুর কনসেন্ট প্রদান করা হয়। রাইট শেয়ার ইস্যুর প্রক্রিয়ায় হোল্ডিং কোম্পানি আইসিবির নিকট হতে রাইট শেয়ারের সাবস্ক্রিপশন মানি বাবদ ১৯৭,৭৮,৮৫,০০০ টাকার চেক আদায় করা হয়।

অডিটের মন্তব্য :

শেয়ার ব্যবসার একাউন্ট হোল্ডারগণকে শেয়ার ক্রয় বাবদ মার্জিন ঋণ প্রদানের নিমিত্ত ২৭-০৫-২০০৩ খ্রি. তারিখে এক বছর মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আসল বাবদ ১৭৬ কোটি টাকা এবং সুদ বাবদ ১৩৭.৪৭ কোটি টাকা পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আদায় করা হয়েছে আসল বাবদ ৭৯ কোটি এবং সুদ বাবদ ৩৭.৪৭ কোটি টাকা। ১৯৭.৭৯ কোটি টাকার রাইট শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তবে সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও রাইট ইস্যুর মাধ্যমে কাগুজে সম্পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত আসল ও সুদ বাবদ কোন টাকাই আদায় করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট কোম্পানি শেয়ার ব্যবসার হিসাবধারীগণকে মার্জিন ঋণ প্রদানের নির্ধারিত ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান এবং ক্রয়কৃত শেয়ারের মূল্য ঋণসীমার অনেক নিম্নে অবমূল্যায়ন হওয়ায় উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। উল্লিখিত বিষয়ে ৮/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বরাবর গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) হিসেবে জারি করা হলে ১১/০৩/২১ খ্রি. তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক আপত্তি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য আইসিবি'কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অডিটের সুপারিশ :

জরুরি ভিত্তিতে ঋণ চুক্তি সম্পাদনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণের অনাদায়ি অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

তারিখ : ২৩.৫.১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৭.৯.২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

অনুচ্ছেদ নং- ১

পরিশিষ্ট নং- ১

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোং লিঃ এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	বিনিয়োগের প্রকৃতি	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণ সীমা	বিতরণকৃত টাকা ও তারিখ	মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬
বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোং লিঃ হাজারীবাগ, আইনতা ও পানগাঁও, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-১৩২২।	ডিবেঞ্চার	আইসিবি/এডি/০১.১১৪৮/১৪২৭, তারিখঃ ০১-০১-২০১৭ খ্রি.	২৬০ কোটি টাকা	২৩১.২২ কোটি টাকা	০১-০১-২০১৮ খ্রি.

অনাদায়ি টাকার পরিমাণ				জামানতের বিবরণ
৭	৮	৯	১০(৭+৮+৯)	১১
আসল	সুদ(১১% হারে ১ বছরের)	অন্যান্য পাওনা	মোট	ঢাকা জেলার ভাটারা থানার জোয়ার সাহারা মৌজার ১৬৭.৯১ শতাংশ ও ১৩২ শতাংশ, মোট -২৯৯.৯১ শতাংশ জমি।
২৩১,২২,১৭,৯১২	২৫,৪৩,৪৪,০০০	১৫৪৫৮৭৯০	২৫৮,২০,২০,৭০২	

কথায় ঃ দুইশত আটান্ন কোটি বিশ লক্ষ বিশ হাজার সাতশত দুই টাকা।

অনুচ্ছেদ নং - ২
পরিশিষ্ট নং- ২

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর প্রি-আইপিও খাতে অনাদায়ি টাকার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের তারিখ	পাবলিক শেয়ার ইস্যুর তারিখ	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	শেয়ার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
ইন্দো-বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ হাউজ নং-১৮৩, ব্লক-বি, রোড-৪, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা-১২২৯।	প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট	২৮-০৭-২০১৫ খ্রি.	০৯-০৮-২০১৮ খ্রি.	আইসিবি/এডি/০১.১০২৪/১৫৮২, তারিখঃ ২০-০৭-২০১৫ খ্রি.	৫০ লক্ষ
		২৯-০৫-২০১৬ খ্রি.	০৯-০৮-২০১৮ খ্রি.	আইসিবি/এডি/০১.১০২৪/১৯৪০/৫৪৯৮ তারিখঃ ২০-০৭-২০১৫ খ্রি.	১ কোটি

শেয়ার মূল্য	মোট মূল্য	লভ্যাংশ অনাদায়ি		
		সময়কাল	হার	টাকার পরিমাণ
৭	৮	৯	১০	১১
১০	৫,০০,০০,০০০/-	২০১৫	১৪.৫০%	৭২,৫০,০০০/-
		২০১৬	১৪.৫০%	৭২,৫০,০০০/-
		২০১৭	১৪.৫০%	৭২,৫০,০০০/-
		২০১৮	১৪.৫০%	৭২,৫০,০০০/-
১০	১০,০০,০০,০০০/-	২০১৬	১০%	১,০০,০০,০০০/-
		২০১৭	১৩.৫০%	১,৩৫,০০,০০০/-
		২০১৮	১৩.৫০%	১,৩৫,০০,০০০/-
	১৫,০০,০০,০০০/-			৬,৬০,০০,০০০/-

কথায় ঃ ছয় কোটি ষাট লক্ষ টাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

নাজের ফুডস এন্ড বেভারেজ লিঃ এর অনুকূলে বিনিয়োগকৃত টাকার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	বিনিয়োগের প্রকৃতি	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	ঋণ সীমা	বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
নাজের ফুডস এন্ড বেভারেজ লিঃ ১০৫৪-ডি, শাহ আমানত ব্রিজ সংযোগ সড়ক (১ কিলোমিটার), চট্টগ্রাম।	ডিবেঞ্চার	আইসিবি/এডি/০১.১০১৬/ ১৭২৭/৪০৬৭, তারিখঃ ০১-০১-২০১৭ খ্রি.	২৫ কোটি টাকা	২৫ কোটি টাকা

বিতরণের তারিখ	জামানতের বিবরণ	মন্তব্য
৬	৭	৮
১ম কিস্তিঃ ১৬-০৫-২০১৭ খ্রি. শেষ কিস্তিঃ ২২-১২-২০১৯ খ্রি.	চট্টগ্রাম জেলার চাঁদগাও এর এক কিলোমিটার নামক স্থানের নিকটবর্তী শাহআমানত ব্রিজ কানেকশনের নিকট প্রকল্প চত্তরের ৮৮.৯১ শতাংশ এবং খড়ম পাড়া, খাজা রোড এ ৭১.৩০ শতাংশ। মোট ১৬০.২১ শতাংশ জমি।	• পরিশোধসূচি মোতাবেক কোম্পানি কর্তৃক ১ম কিস্তি বাবদ ১,৭২,৮৫,১৪৩ টাকা পরিশোধের তারিখ ছিল ৩১.১২.২০১৯ খ্রি.। কিন্তু কোম্পানি ১২.০১.২০২০ খ্রি. তারিখে ১ম কিস্তির অংশ হিসাবে ১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করে যা কিস্তির তুলনায় নগণ্য। • ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ।

কথায় ঃ পঁচিশ কোটি টাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম: আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

মঞ্জুরির শর্ত পরিপালন না করে অর্থ ছাড়করণ ও অনাদায়ের বিবরণী:

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	প্রকল্পের স্থান	বিনিয়োগের প্রকৃতি	মঞ্জুরিপত্র নং- ও তারিখ	মোট প্রজেক্ট মূল্য	স্পন্সর ইক্যুইটি
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
সি এস এল সফটওয়্যার রিসোর্স লিঃ , উত্তরা, ঢাকা।	বাড়ি-৫৭, রোড-০৭, সেক্টর-০৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০।	ইইএফ সহায়তা	নং-আইসিবি/ইইএফ/৪৯.(০১)/২০১৫/ ১৯৮৩/১৩৮/২৪৩৮, তারিখ: ২৬.০৩.২০১৫ খ্রি.	৬১৩.৩৩ লক্ষ	৩৮৬.৪০ লক্ষ

ইইএফ ইক্যুইটি	মোট বিনিয়োগ	লভ্যাংশ আদায়	শেয়ার বাই-ব্যাক	মোট অনাদায়ি	লিয়েন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান
০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
২২৬.৯৩ লক্ষ	২২৬.৯৩ লক্ষ	-	১০ লক্ষ	২১৬.৯৩ লক্ষ	ব্রাক ব্যাংক লিঃ/আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড।

কথায় ঃ দুই কোটি ষোল লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা।

অনুচ্ছেদ নং -৫
পরিশিষ্ট নং - ৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি

নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

এ সালাস এগ্রো ফুড প্রসেসিং লিঃ এর ইইএফ খাতে শেয়ার বাই-ব্যাক না করার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	প্রকল্প স্থান	বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের তারিখ	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫
এ সালাস এগ্রো ফুড প্রসেসিং লিঃ ১৪১, নিউ সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা।	কাইদ কাই, মধুপুর, টাংগাইল।	ইইএফ সহায়তা	২৭-০১-২০১৩ খ্রি.	আইসিবি/ইইএফ/৪৯.(০১) /২০১১/৪১৭(ক), তারিখঃ ০৬-০২-২০১১ খ্রি.

মোট প্রজেক্ট মূল্য	গ্রাহকের ইকুইটি	ইইএফ ইকুইটি	মোট বিনিয়োগ	লভ্যাংশ আদায়
৬	৭	৮	৯	১০
১১,৭৫,৩৩,০০০/-	৫,৯৯,৪১,৮৩০/-	৫,৭৫,৯১,১৭০/-	৫,৭৫,৯২,০০০/-	-

শেয়ার বাই-ব্যাক	মোট অনাদায়ি	লিয়েন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান
১১	১২	১৩
৫০,০০,০০০/-	৫,২৫,৯২,০০০/-	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

কথায় ঃ পাঁচ কোটি পঁচিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

আজমা এন্টারপ্রাইজ লিঃ এর ইইএফ খাতে শেয়ার বাই-ব্যাক না করার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	প্রকল্প স্থান	বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের তারিখ	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫
আজমা এন্টারপ্রাইজ লিঃ বিল মৌভোগ, ঘাটভোগ, রূপসা, খুলনা।	বিল মৌভোগ, ঘাটভোগ, রূপসা, খুলনা।	ইইএফ সহায়তা	০২-০১-২০১২ খ্রি.	আইসিবি/ইইএফ/৪৯.(০১) /২০১১/৭৮৬(ক)/৩২৮, তারিখঃ ১৮-০৮-২০১১ খ্রি.

মোট প্রজেক্ট মূল্য	গ্রাহকের ইকুইটি	ইইএফ ইকুইটি	মোট বিনিয়োগ	লভ্যাংশ আদায়
৬	৭	৮	৯	১০
৩,০৫,৪৩,০০০/-	১,৫৫,৭৭,০০০/-	১,৪৯,৬৬,০০০/-	১,১৮,০০,০০০/-	-

শেয়ার বাই-ব্যাক	মোট অনাদায়ি	লিয়েন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান
১১	১২	১৩
-	১,১৮,০০,০০০/-	প্রথমঃ প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড দ্বিতীয়ঃ আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

কথায়ঃ এক কোটি আঠার লক্ষ টাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

পঞ্চমুখী ফিসারীজ লিঃ এর ইইএফ খাতে শেয়ার বাই-ব্যাক না করার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	প্রকল্প স্থান	বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের তারিখ	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫
পঞ্চমুখী ফিসারীজ লিঃ গাজীপুর, নকলা, শেরপুর।	খরমপুর, শেরপুর সদর, শেরপুর।	ইইএফ সহায়তা	২২-০২-২০১২ খ্রি.	আইসিবি/ইইএফ/৪৯.(০১) /২০১১/৮৮৮(ক)/১০০৩, তারিখঃ ২৪-১০-২০১১ খ্রি.

মোট প্রজেক্ট মূল্য	গ্রাহকের ইকুইটি	ইইএফ ইকুইটি	মোট বিনিয়োগ	লভ্যাংশ আদায়
৬	৭	৮	৯	১০
৩,০১,২৮,০০০/-	১,৫৩,৬৫,০০০/-	১,৪৭,৬৩,০০০/-	১,২২,৮৮,০০০/-	-

শেয়ার বাই-ব্যাক	মোট অনাদায়ি	লিয়েন ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান
১১	১২	১৩
-	১,২২,৮৮,০০০/-	আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

কথায় ঃ এক কোটি বাইশ লক্ষ আটাশি হাজার টাকা।

অনুচ্ছেদ নং -৮
পরিশিষ্ট নং -৮

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর প্রি-আইপিও খাতে অনাদায়ি টাকার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের তারিখ	পাবলিক শেয়ার ইস্যুর তারিখ	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	শেয়ার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড হাউজ-৬৫, রোড-৮/এ (নতুন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯।	প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট	১৫-১২-২০১৬ খ্রি.	২৯-০৭-২০১৮ খ্রি.	আইসিবি/এডি/০১.১০৮৮/ ১৩৬৪(ঞ)/৫৯৫৭(ঞ), তারিখঃ ২৭-১০-২০১৬ খ্রি.	৩ কোটি

শেয়ার মূল্য	মোট মূল্য	লভ্যাংশ অনাদায়ি	মেয়াদ	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০	১১
১০	৩০,০০,০০,০০০/-	৬,০০,০০,০০০/- (মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী পর পর দুই বছর ১০% হারে লভ্যাংশ বাবদ মোট ৬ (ছয়) কোটি টাকা পাওনা)	১৪-১২-২০১৭ খ্রি.	জামানত বিহীন

কথায় ঃ ছয় কোটি টাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

ওয়ান টেক্স লিমিটেড এর প্রি-আইপিও খাতে অনাদায়ি টাকার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের তারিখ	পাবলিক শেয়ার ইস্যুর তারিখ	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	শেয়ার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
ওয়ান টেক্স লিমিটেড বাড়ি নং-১, রোড-১১, ব্লক-এইচ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট	০৩-০১-২০১৮ খ্রি.	পাবলিক ইস্যু হয়নি	আইসিবি/এডি/০১.১০৪৭/১০৬৪/৪৭৫১, তারিখঃ ২৪-০৫-২০১৬ খ্রি.	১ কোটি
				আইসিবি/এডি/০১.১০৪৭/১৪৩০, তারিখঃ ০১-০১-২০১৭ খ্রি.	৫০ লক্ষ

শেয়ার মূল্য	মোট মূল্য	লভ্যাংশ অনাদায়ি		
		সময়কাল	হার	টাকার পরিমাণ
৭	৮	৯	১০	১১
১০	১৫,০০,০০,০০০/-	২০১৮	১০%	১,৫০,০০,০০০/-
		২০১৯	১০%	১,৫০,০০,০০০/-
		২০২০	১১%	১,৬৫,০০,০০০/-

মোট অনাদায়ি			মেয়াদ	মন্তব্য
আসল	লভ্যাংশ	মোট		
১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৫,০০,০০,০০০/-	৪,৬৫,০০,০০০/-	১৯,৬৫,০০,০০০/-	১৪-১২-২০১৭ খ্রি.	জামানত বিহীন

কথায় ঃ উনিশ কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

জেএমআই হসপিটাল রিকুইজিট মেনুফ্যাকচারিং লিঃ এর প্রি-আইপিও খাতে অনাদায়ি টাকার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের তারিখ	পাবলিক শেয়ার ইস্যুর তারিখ	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	শেয়ার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
জে এম আই হসপিটাল রিকুইজিট মেনুফ্যাকচারিং লিঃ ৭/এ, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।	প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট	২৪-০৫-২০১৭ খ্রি.	পাবলিক শেয়ার ইস্যু হয়নি	আইসিবি/এডি/০১.১০০৩/১২৯২/৫৫৪৫, তারিখঃ ০৫-০৯-২০১৬ খ্রি.	২.৭০ কোটি

শেয়ার মূল্য	মোট মূল্য	লভ্যাংশ অনাদায়ি		
		সময়কাল	হার	টাকার পরিমাণ
৭	৮	৯	১০	১১
৩০	৮১,০০,০০,০০০/-	২০১৭	১১%	৯১,৫৭,৫০০/-
		২০১৮	১১%	৮,৯১,০০,০০০/-
		২০১৯	১১%	৮,৯১,০০,০০০/-
		২০২০	১১%	৮,৯১,০০,০০০/-
				২৭,৬৪,৫৭,৫০০/-

আদায়কৃত টাকা	মোট অনাদায়ি	মেয়াদ	মন্তব্য
১২	১৩(৮+১১-১২)	১৪	১৫
৯১,৫৭,৫০০/-	৯৭,৫৫,১০,০০০/-	২৩-০৫-২০১৮ খ্রি.	জামানত বিহীন
৮,০১,৯০,০০০/-			
২,১৬,০০,০০০/-			
-			
১১,০৯,৪৭,৫০০/-	৯৭,৫৫,১০,০০০/-		

কথায়ঃ সাতানব্বই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ দশ হাজার টাকা।

আদায়যোগ্য টাকা: ৮১,০০,০০,০০০ + ২৭,৬৪,৫৭,৫০০ = ১০৮,৬৪,৫৭,৫০০ টাকা।

মোট অনাদায়ি টাকার পরিমাণ ঃ ১০৮,৬৪,৫৭,৫০০ - ১১,০৯,৪৭,৫০০ = ৯৭,৫৫,১০,০০০ টাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

আমরা নেটওয়ার্কস লিঃ এর প্রি-আইপিও প্লেসমেন্ট খাতে অনাদায়ি টাকার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	বিনিয়োগের প্রকৃতি	বিনিয়োগের তারিখ	পাবলিক শেয়ার ইস্যুর তারিখ	মঞ্জুরিপত্র নং ও তারিখ	শেয়ার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
আমরা নেটওয়ার্কস লিঃ ফারুক রূপায়ন টাওয়ার, ৩২ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।	প্রি-আইপিও প্রাইভেট প্লেসমেন্ট	২০-০১-২০১৫ খ্রি.	০৬-০৮-২০১৭ খ্রি.	আইসিবি/এডি/০১.৯৯৯/১৪৩৪(ট) ১৩৩০(ক-ড), তারিখঃ ৩১-১২-২০১৪ খ্রি.	৫৪ লক্ষ

শেয়ার মূল্য	মোট মূল্য	লভ্যাংশ অনাদায়ি			মেয়াদ	মন্তব্য
		সময়কাল	হার	টাকার পরিমাণ		
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২২	১১,৮৮,০০,০০০/-	২০১৫	১৪.৫০%	১,৭২,২৬,০০০/-	১৯-০১-২০১৬ খ্রি.	জামানতবিহীন
		২০১৬	১৪.৫০%	১,৭২,২৬,০০০/-		
		২০১৭	১৪.৫০%	৮৬,১৩,০০০/-		
	১১,৮৮,০০,০০০/-			৪,৩০,৬৫,০০০/-		

কথায়ঃ চার কোটি ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

অনিয়মিতভাবে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফ,ডি,আর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ, মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা এবং প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) কর্পোরেশনের অনাদায়ি বিবরণী :

ক্রমিক নং	শাখার নাম	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ (টাকা)	প্রাপ্য সুদ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১.	আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	৬ টি	১২৭৯৩৪৯১১৬	২৮৮৩৬৫০৬৩
২.	আইসিবি, চট্টগ্রাম শাখা,চট্টগ্রাম	৩ টি	৭৫০০০০০০০	১৮৫৬৯৭২২২
৩.	আইসিবি, খুলনা শাখা, খুলনা	১ টি	৪২৫০০০০০	৪৭৭৬৬৬৭
৪.	আইসিবি, লোকাল শাখা, ঢাকা	৫ টি	১৯৮৪০৩৬২৮১	১৩৯০৩৪৭৮৪
৫.	আইসিবি, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী।	২ টি	১২৫৫৭৬১২০৬	১৬৪৮২০৪৮৯
৬.	আইসিবি, সিলেট শাখা, সিলেট	৫ টি	১৩২৭৯১৫৫০০	৩০২৬৯৩৬৪৫
	মোট		৬৬৩,৯৫,৬২,১০৩	১০৮,৫৩,৮৭,৮৭০

সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) এফ,ডি,আর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে অনাদায়ি অর্থের পরিমাণ (টাকা)	নিরীক্ষাকালীন আদায় (টাকা)	সংস্থার এফ,ডি,আর এর ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে অনাদায়ি অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
৬=৪+৫	৭	৮=৬-৭	৯
১৫৬৭৭১৪১৭৯	-	১৫৬৭৭১৪১৭৯	পরিশিষ্ট:১২/২
৯৩৫৬৯৭২২২	৫৭৪৮৬৫২৪	৮৭৮২১০৬৯৮	পরিশিষ্ট:১২/৩
৪৭২৭৬৬৬৭	-	৪৭২৭৬৬৬৭	পরিশিষ্ট:১২/৪
২১২৩০৭১০৬৫	-	২১২৩০৭১০৬৫	পরিশিষ্ট:১২/৫
১৪২০৫৮১৬৯৫	-	১৪২০৫৮১৬৯৫	পরিশিষ্ট:১২/৬
১৬৩০৬০৯১৪৫	-	১৬৩০৬০৯১৪৫	পরিশিষ্ট:১২/৭
৭৭২,৪৯,৪৯,৯৭৩	৫,৭৪,৮৬,৫২৪	৭৬৬,৭৪,৬৩,৪৪৯	

কথায়ঃ সাতশত ছেষট্টি কোটি চুয়াত্তর লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত উনপঞ্চাশ টাকা।

অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফ,ডি, আর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় কর্পোরেশনের নিরীক্ষাকালীন সময় অর্থাৎ (৩০/০৯/২০২০ ভিত্তিক) অনাদায়ি টাকার পরিমাণ (৬৬৩,১০,৩৬,২৯৫ + ১০৮,৫৩,৮৭,৮৭০) = (৭৭২,৪৯,৪৯,৯৭৩ –৫,৭৪,৮৬,৫২৪)= ৭৬৬,৭৪,৬৩,৪৪৯ টাকা ।

অবসায়নকৃত পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি. এ আইসিবি'র প্রধান কার্যালয়, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., ঢাকা, লোকাল অফিস, ঢাকা, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও বগুড়া শাখা অফিসের পোর্টফলিওতে বিনিয়োগের (৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক) মোট পরিমাণ ২,৪৯,৪৪,৯৫৯ টাকা (পরিশিষ্ট : ১২/৮)।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক) অনাদায়ি বিনিয়োগের বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যন্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ	PLFS/TDR/2436/2014 ২৭/০৩/২০১৪	১০০০০০০০০	৬ মাস	৯.৫০%	১৮/০৯/২০১৮	২২০৬১১১১
২	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিঃ	১৬১০১৪৫৮৯ ২৫/১০/২০১৬	১০০০০০০০০	৯২ দিন	৯%	২৩/০১/২০১৮	২৪৫৫০০০০
৩	রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিঃ প্রধান কার্যালয়	০১/১৩২০৮ ২২/০৬/২০১৭	৪০০০০০০০	১৮২ দিন	১১%	১৪/০৬/২০২০	২০৭৭৭৮
৪	ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, প্রধান কার্যালয়	৩০৯৫/২০১৫ ৪/০৬/২০১৫	১০০০০০০০০	৬ মাস	১০%	২৯/১১/২০১৯	
৫	ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, প্রধান কার্যালয়	২৬৮৪/২০১৪ ১/১০/২০১৪	৫০০০০০০০	৬ মাস	১০.৭৫%	২০/১২/২০১৯	
৬	ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, প্রধান কার্যালয়	৩৫৩৯/২০১৭ ১১/০১/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	১০.৫০%	১০/০১/২০২০	
৭	ফারইস্ট ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ, প্রধান কার্যালয়	৩৭০১/২০১৭ ২২/০৬/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	১০.৭৫%	১৯/১২/২০১৯	
		উপমোট	**২৫,০০,০০,০০০**				**২৪৮২৯৮৬১**
৮	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যন্স লিঃ	৬৩৫১, ৩০/০৬/২০১৬	১০০০০০০০০	৬ মাস	৯%	০২/০১/২০১৮	২২৭৭৫০০০
৯	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়	০০১০০৩২০১৬০০০ ১৩৭, ০৭/১২/২০১৬	৬৬৯৯২১৭৩.১১	১৮১ দিন	৮.৭৫%	০৩/১২/২০১৭	
১০	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়	০০১০০৩২০১৭০০০ ০০৬,২২/০১/২০১৭	১২৬৬১৮১০০.৮২	১৮৪ দিন	৯%	২৩/০১/২০১৮	
১১	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়	০০১০০৩২০১৭০০০ ০০৮,২৯/০১/২০১৭	১২৬৫৬৩৩৬৫.০২	১৮২ দিন	৯%	২৮/০১/২০১৮	
১২	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়	০০১০০৩২০১৭০০০ ০১৩, ০৭/০২/২০১৭	৬৩৫২৬৯৪৮.০৩	১৮২ দিন	৯%	০৫/০২/২০১৮	
১৩	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়	০০১০০৩২০১৬০০০০ ৯৮, ২৩/০৮/২০১৬	৬৩৫২৬৯৪৮.০৩	১৮২ দিন	৯%	১৯/০২/২০১৮	
১৪	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়	০০১০০৩২০১৬০০০ ০১৭, ০৯/১০/২০১৬	৬০৭৭৩০৬১.৯২	১৮২ দিন	৯%	০৮/০৪/২০১৮	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়	০০১০০৩২০১৬০০০০৬৬, ২৮/০৬/২০১৬	৬০৪৪২৩৮৩.৮১	৬ মাস	৯%	০২/০১/২০১৮	
১৬	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়	০০১০০৩২০১৬০০০১৫১, ২৯/১২/২০১৬	১২০৯০৬১৩৫.০৪	৬ মাস	৯%	০৩/০১/২০১৮	
		উপমোট	**৬৮৯৩৪৯১১৬**				**২৯৭০২১৭৬**
		মোট	**১২৭৯৩৪৯১১৬**				**২৮৮৩৬৫০৬৩**

আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি টাকার পরিমাণ = (১২৭,৯৩,৪৯,১১৬+ ২৮,৮৩,৬৫,০৬৩) = ৫৬,৭৭,১৪,১৭৯ টাকা ।

অনুচ্ছেদ নং : ১২
পরিশিষ্ট নং : ১২/৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফ,ডি, আর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক) অনাদায়ি বিনিয়োগের বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/ ২০২০ ভিত্তিক)	আদায় (৩০/০৯/ ২০ ভিত্তিক)	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৯/ ২০ ভিত্তিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ফিনিক্স ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২০৬৫২, ৭/৬/২০১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	৭/৯/ ২০১৯			
২	ফিনিক্স ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২০৬৫৩, ৭/৬/২০১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	৭/৯/ ২০১৯			
৩	ফিনিক্স ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২০৬৫৪, ৭/৬/২০১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	৭/৯/ ২০১৯			
৪	ফিনিক্স ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২০৬৫৫, ৭/৬/২০১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	৭/৯/ ২০১৯		৫৭৪৮৬৫২৪	
৫	ফিনিক্স ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২০৬৫৭ ,১৪/৬/২০১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	১৪/০৯/ ২০১৯	৪৭৯৬৬৬৬৭		১২৮২১০৬৯৮
৬	ফিনিক্স ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২০৬৫৮, ১৪/৬/২০১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	১৪/০৯/ ২০১৯			
	উপমোট		৩০,০০,০০,০০০				৪৭৯৬৬৬৬৭		
৭	ফাস ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৯৮০/১৬, ১৩/০৬/২০১৬	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	১২/৯/ ২০১৯			
৮	ফাস ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৯৮১/১৬, ১৩/০৬/২০১৬	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	১২/৯/ ২০১৯			
৯	ফাস ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৬০২/১৫, ২৮/১২/২০১৫	৪,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	২৭/০৯/ ২০১৯			
১০	ফাস ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৬১৭/১৫, ৩১/১২/২০১৫	৩,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	৩০/০৯/ ২০১৯	৬৩২৮৩৩৩৩		
১১	ফাস ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৬২৬/১৬, ০৬/০১/২০১৬	৩,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২%	৩০/০৯/ ২০১৯			
	উপমোট		**২০,০০,০০,০০০**				**৬৩২৮৩৩৩৩**	**৫৭৪৮৬৫২৪**	
১২	ফার্স্ট ফাইনান্স লিমিটেড	৩০০৩২০১৬০০ ০০৬৭/২১০২ ১২/১২/২০১৬	৫,০০,০০,০০০	১২মাস	৯%	১২/১২/ ২০১৭	৭৪৪৪৭২২২	০	
১৩	ফার্স্ট ফাইনান্স লিমিটেড	৩০০৩২০১৬০০ ০০৬৮/২১০৩, ১২/১২/২০১৬	৫,০০,০০,০০০	১২মাস	৯%	১২/১২/ ২০১৭		০	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৪	ফার্স্ট ফাইনান্স লিমিটেড	৩০০৩২০১৬০০০০৭০/২১০৫ ১৮/১২/২০১৬	৫,০০,০০,০০০	৬মাস	৮.৫০%	১৮/১২/২০১৭		০	
১৫	ফার্স্ট ফাইনান্স লিমিটেড	৩০০৩২০১৬০০০০৭১/২১০৬, ১৮/১২/২০১৬	৫,০০,০০,০০০	৬মাস	৮.৫০%	১৮/১২/২০১৭		০	
১৬	ফার্স্ট ফাইনান্স লিমিটেড	৩০০৩২০১৭০০০০০৩/২১১২ ১১/০১/২০১৭	৫,০০,০০,০০০	১২মাস	৯%	১১/১/২০১৮		০	
	উপমোট		**২৫,০০,০০,০০০**				**৭৪৪৪৭২২২**	**০**	
	মোট		**৭৫০,০০০,০০০**	**-**			**১৮৫৬৯৭২২২**	**৫৭৪৮৬৫২৪**	**১২৮২১০৬৯৮**

আইসিবি, চট্টগ্রাম শাখা,চট্টগ্রাম এর অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি টাকার পরিমাণ = (৭৫,০০,০০,০০০/-+ ১২,৮২,১০,৬৯৮/-) = ৮৭,৮২,১০,৬৯৮/- টাকা ।

অনুচ্ছেদ নং : ১২
পরিশিষ্ট নং : ১২/৪

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফ,ডি, আর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক) অনাদায়ি বিনিয়োগের বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ফিনিক্স ফিনান্স এবং ইনভেস্টমেন্ট লি:	২০০৩৫/১৬, ০৬/১০/২০১৬	২,০০,০০,০০০	১২ মাস	১২%	১১/৮/২০২০	২৪,০০,০০০
২	ফিনিক্স ফিনান্স এবং ইনভেস্টমেন্ট লি:	১৯৯৫২, ১৯/১০/২০১৫	১,২৫,০০,০০০	১২ মাস	১২%	১৯/০৭/২০২০	১৫,০০,০০০
৩	ফিনিক্স ফিনান্স এবং ইনভেস্টমেন্ট লি:	১৯৯৫১/১৫, ১৯/১০/২০১৫	১,০০,০০,০০০	১২ মাস	১২%	১৯/০৭/২০২০	১২,০০,০০০
	মোট		৪,২৫,০০,০০০				৪৭,৭৬,৬৬৭

আইসিবি, খুলনা শাখা, খুলনা এর অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি টাকার পরিমাণ (৪,২৫,০০,০০০/- + ৪৭,৭৬,৬৬৭/-) = ৪,৭২,৭৬,৬৬৭/- টাকা।

অনুচ্ছেদ নং : ১২
পরিশিষ্ট নং : ১২/৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফ,ডি, আর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) অনাদায়ি

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ফারইস্ট ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	৩৮৭৪/২০১৮ ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০	৬ মাস	১২%	১৬/০৭/২০	**২০১২৫০২৫.৯৯**
		৩৮৭৫/২০১৮ ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০	৬ মাস	১২%	১৬/০৭/২০	
		৩৮৭৬/২০১৮ ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০	৬ মাস	১২%	১৬/০৭/২০	
		৩৮৭৭/২০১৮ ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০	৬ মাস	১২%	১৬/০৭/২০২০	
		৩৮৭৮/২০১৮ ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০	৬ মাস	১২%	১৬/০৭/২০	
		৩৮৭৯/২০১৮ ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০	৬ মাস	১২%	১৬/০৭/২০	
		৩৮৮০/২০১৮ ১৬/০১/২০১৮	৫১৭০০০০০	৬ মাস	১২%	১৬/০৭/২০	
		৩৮৮১/২০১৮ ১৬/০১/২০১৮	১৪৯১৪১৫০.৮১	৬ মাস	৯.৫০ %	৩০/০৫/২০	
		উপমোট	**৩৬৬৬১৪১৫০.৮১**				**২০১২৫০২৫.৯৯**
২	রিলায়েন্স ফিন্যান্স লিমিটেড	০০০০০০১৩৫৮ ২৩/১১/২০১৭	৫২৭০০০০০	৬ মাস	১১%	২৩/১১/২০	৫৮৯৮৫০০
		০০০০০০১৪৮৮ ২৬/১২/২০১৭	৫২৭০০০০০	৬ মাস	১১%	২৬/১২/২০	৫৮৯৮৫০০
		০০০০০০১৫৩০ ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২১	৫৮৯৭১২৫
		০০০০০০১৫৩১ ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২১	৫৮৯৭১২৫
		০০০০০০১৫৩২ ; ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২১	৫৮৯৭১২৫
		০০০০০০১৫৩৩ ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২১	৫৮৯৭১২৫
		০০০০০০১৫৩৪ ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২১	৫৮৯৭১২৫
		০০০০০০১৫৩৫ ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২০২১	৫৮৯৭১২৫
		০০০০০০১৫৩৬ ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২১	৫৮৯৭১২৫
		০০০০০০১৫৩৭ ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২১	৫৮৯৭১২৫
		০০০০০০১৫৩৮ ১৬/০১/২০১৮	৫২৬৭৫০০০	৬ মাস	১১%	১৬.০১.২১	৫৮৯৭১২৫
		উপমোট	**৫৭৯৪৭৫০০০**				**৩০৭৭৭০২৯.৮২**

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফিন্যান্স সার্ভিস লিমিটেড	২২০০০০০০৭৬৭ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	**৪৭৪৮২১২৮.৪০**
		২২০০০০০০৭৬৮ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৬৯ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭০ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭১ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭২ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭৩ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭৪ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭৫ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭৬ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭৭ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭৮ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		২২০০০০০০৭৭৯ ১৬/০১/২০১৮	৬০৯২৬৫৯৭.৫৫	৬ মাস	১২%	১৬.০৭.২০	
		উপমোট	**৮৫২৯৭২৩৬৫.৭**				**৪৭৪৮২১২৮.৪০**
৪	পিপলস লিজিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	PLFS/TDR /৩০০৭/২০১৫;০৫/ ০৫/২০১৫	৫০০০০০০০	১২ মাস	১০.২ ৫%	০৫.১১.১৮	**৩৯৪৬১৪৫৮.৩৪**
		PLFS/TDR ৩০১৬/২০১৫ ১৮/০৫/২০১৫	৫০০০০০০০	৬ মাস	১২%	১৮.০৫.১৮	
		PLFS/TDR/৬৫ ৪৫/২০১৭ ১৮/১১/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	১২%	২৮.০৮.১৮	
		উপমোট	**১৫০০০০০০০**				**৩৯৪৬১৪৫৮.৩৪**
৫.	ফাস ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	১২৮৬/১৭ ১৬/০৭/২০১৭	৩৪৯৭৪৭৬৪.৭৭	৬ মাস	৯%	১৬/০৮/২০	১১৮৯১৪২
		মোট	**১৯৮৪০৩৬২৮১.২৮**				**১৩৯০৩৪৭৮৪.৫৫**

অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি টাকার পরিমাণ = (১৯৮৪০৩৬২৮১.২৮+ ১৩৯০৩৪৭৮৪.৫৫)=২১২,৩০,৭১,০৬৫.৮৩ টাকা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফ,ডি, আর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) অনাদায়ি বিনিয়োগের বিবরণী :

ক্রঃনং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	এফডিআর নম্বর ও খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	সময়কাল	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৬৭৮/১৭; ২৭-জুলাই-১৭	৭,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৭-অক্টোবর-২০১৯	-
২	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৬৭৯/১৭; ২৭-জুলাই-১৭	৭,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৭-অক্টোবর-২০১৯	
৩	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৬৮০/১৭; ২৭-জুলাই-১৭	৭,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৭-অক্টোবর-২০১৯	
৪	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৬৮২/১৭; ২৭-জুলাই-১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৭-অক্টোবর-২০১৯	
৫	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৬৮৩/১৭; ২৭-জুলাই-১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৭-অক্টোবর-২০১৯	
৬	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৬৮৮/১৭; ২৩-আগস্ট-১৭	৬,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৩-আগস্ট-২০১৯	
৭	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৬৯৮/১৭; ১৭-সেপ্টেম্বর-১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	১৭-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
৮	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৬৯৯/১৭; ১৭-সেপ্টেম্বর-১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	১৭-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
৯	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭০০/১৭; ১৭-সেপ্টেম্বর-১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	১৭-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
১০	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭০১/১৭; ১৭-সেপ্টেম্বর-১৭	৭,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	১৭-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
১১	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭০২/১৭; ২৪-সেপ্টেম্বর-১৭	৭,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৪-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
১২	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭০৩/১৭; ২৪-সেপ্টেম্বর-১৭	৭,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৪-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
১৩	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭০৪/১৭; ২৪-সেপ্টেম্বর-১৭	৭,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৪-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
১৪	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭০৫/১৭; ২৪-সেপ্টেম্বর-১৭	৭,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৪-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
১৫	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭০৬/১৭; ২৪-সেপ্টেম্বর-১৭	৬,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	২৪-সেপ্টেম্বর-২০১৯	
১৬	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭১৭/১৭; ৩১-অক্টোবর-১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	৩১-অক্টোবর-২০১৯	
১৭	ফিনিক্স ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	১৮৭১৮/১৭; ৩১-অক্টোবর-১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১২	৩১-অক্টোবর-২০১৯	
১৮	প্রাইম ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	৭৬৫২/১৭; ৩০-অক্টোবর-১৭	৫,০০,০০,০০০	৩ মাস	১০.২৫	৩০-এপ্রিল-২০১৯	
	মোট		**১২৫৫৭৬১২০৬.৩২**				**১৬৪৮২০৪৮৯.৮৭**

আইসিবি, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী। এর অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি টাকার পরিমাণ = (১২৫৫৭৬১২০৬.৩২+ ১৬৪৮২০৪৮৯.৮৭) =১৪২,০৫,৮১,৬৯৬.২০ টাকা ।

অনুচ্ছেদ **নং : ১২**
পরিশিষ্ট **নং : ১২/৭**

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) অনাদায়ি বিনিয়োগের বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম	এফডিআর নম্বর ও খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	সময়কাল	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিঃ	৬০১৫/৬০১৫; ২৩/০৮/২০১৭	৪০০০০০০০	৬ মাস	৮	২৩/০২/১৮	
২	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিঃ	৬০১৬/৬০১৬ ৩১/০৮/২০১৭	২০০০০০০০	৬ মাস	৮	২৮/০২/১৮	
৩	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিঃ	৬০১৮/৬০১৮ ৭/৯/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮	৭/৩/১৮	
৪	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিঃ	৬০০৯/৬০০৯ ৭/৬/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.২৫	৭/৬/১৮	
৫	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিঃ	৫৯৯৬/৫৯৯৬ ১৮/০১/২০১৭	২০৭৩০৫০০	৬ মাস	৮.৫০	১৮/০৭/১৮	
৬	প্রিমিয়ার লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স লিঃ	৬০১৪/৬০১৪ ১৯/০৭/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	১৯/০৭/১৮	
		উপমোট	**২৩০৭৩০৫০০**				**৫০৯৬৪৭১৬.০৭**
৭	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঃ লিঃ	৫০১০০৪০০০২০৭ ১২/৪/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৭.৭৫	১২/৪/১৮	
৮	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঃ লিঃ	২৬০০০০০০০৪৭ ১৯/১২/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.২৫	১৯/০৬/১৮	
৯	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঃ লিঃ	২৬০০০০০০০৪৮ ২৮/১২/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.২৫	২৮/০৬/১৮	
১০	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঃ লিঃ	৫০১০০৪০০০২২৩/ ৩৪৬০৩৭৬ ৫/৭/২০১৭	৪০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	৫/৭/১৮	
১১	বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঃ লিঃ	৫০১০০৪০০০২২৪ ১২/৭/২০১৭	৪০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	১২/৭/১৮	
		উপমোট	**২৩০০০০০০০**				**৪৮৮৬৮৩৩৩.৩**
১২	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	০৭৮৮৫/১৭২১৬২ ৩৪ ১২/২/২০১৭	৫১৮৮৭৫০০	৬ মাস	৮.৫০	১২/২/১৮	
১৩	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	১৭৮২০৪৭৩/১২৫৪ ০/১৭ ৩০/০৮/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	২৮/২/১৮	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৪	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	১৭৩১৬৬৬১ ১/৩/২০১৭	৫১৮৮৭৫০০	৬ মাস	৮.৫০	১/৩/১৮	
১৫	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	০৮১১২/১৭৩১৭১৩৬ ২৯/০৩/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	২৯/৩/১৮	
১৬	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	০৮৩৭৯/১৭৪১৭৪৮ ১ ১৩/০৪/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	১৩/৪/১৮	
১৭	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	৩৪৬০৩৩৩/ ১৭৫১৮৩৭৪ ২৯/০৫/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	২৯/৫/১৮	
১৮	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	০৭৫২৮/১৬১২১৫৩৭৮ ১৮/১২/২০১৬	৪০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	১৮/৬/১৮	
১৯	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	১৩৭০৯/১৭ ২৮/১২/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	২৮/৬/১৮	
২০	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	০৭৬৬২/১৭১১৫৭১০ ৫/১/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৭৫	৫/৭/১৮	
২১	ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যানসিয়াল সার্ভিসেস্ লিঃ	২২০০০০০০০১২/ ১৩৯৪১/১৮ ১১/১/২০১৮	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৭৫	১১/৭/১৮	
		উপমোট	**৪৯৩৭৭৫০০০**				**১১৪১১০৮১৫.২৯**
২২	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ	৫০০৩২০১৬০০০০১২ ১৪/১২/২০১৬	৪১৫২২৫০০	৬ মাস	৮.৫০	১৪/১২/১৭	
২৩	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ	৫০০৩২০১৭০০০০০২ ২৩/০১/২০১৭	৫১৮৮৭৫০০	৬ মাস	৮.৫০	২৩/০১/১৮	
২৪	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ	০২৬০০/৫০০৩২০১ ৭০০০০৮৯ ২৪/০৮/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	২৪/০২/১৮	
২৫	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ	৫০০৩২০১৭০০০০০৬ ৮/৩/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	৮/৩/১৮	
২৬	ফার্স্ট ফাইন্যান্স লিঃ	৫০০৩২০১৭০০০০৩২ ১৭/০৪/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	১৭/৪/১৮	
		উপমোট	২৪৩৪১০০০০				৬০১৫৯১৫৫.৫৩
২৭	এফএএস ফাইন্যান্স লিঃ	২০৬২/১৭ ১/১১/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	৩০/৪/১৮	
২৮	এফএএস ফাইন্যান্স লিঃ	১৩৮৮/১৭ ২৪/০১/২০১৭	৩০০০০০০০	৬ মাস	৮.৭৫	২৪/৭/১৮	
২৯	এফএএস ফাইন্যান্স লিঃ	১৪৩০/১৭ ৮/২/২০১৭	৫০০০০০০০	৬ মাস	৮.৭৫	৮/৮/১৮	
		উপমোট	**১৩০০০০০০০**				**২৮৫৯০৬২৫.০১**

আইসিবি, সিলেট শাখা, সিলেট এর এর অ- ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি টাকার পরিমাণ = (১৩,০০,০০,০০০+ ২,৮৫,৯০,৬২৫)= ১৫,৮৫,৯০,৬২৫ টাকা ।

অনুচ্ছেদ নং : ১২
পরিশিষ্ট নং : ১২/৮

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরণঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

অবসায়নকৃত পিপলস লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি. এ আইসিবি'র প্রধান কার্যালয়, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি., ঢাকা, লোকাল অফিস, ঢাকা, খুলনা।, সিলেট, বরিশাল ও বগুড়া শাখা অফিসের পোর্টফলিওতে বিনিয়োগের (৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক) মোট পরিমাণ ২,৪৯,৪৪,৯৫৯ টাকা

SL. NO	NAME OF THE COMPANY	NO.OF SHARES (As per ICB portfolio)	Delisted Securities Effective date	AVERAGE COST PRICE PER SHARE (TK)	TOTAL COST PRICE (TAKA)	MARKET PRICE PER SHARE (TAKA)	TOTAL MARKET PRICE (TAKA)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEOPLES LEASING & FIN. SERVICES,H.O	491,310	30 Nov96	18.60	9,137,815	0	- 9,137,815
2	PEOPLES LEASING & FIN. SERVICES,ICB Local Br	59187	------	43.25	2559837.75	0	-2559837.75
3	PEOPLES LEASING & FIN. SERVICES,ICB Capital Man.	441938	-----	17.05	7533270.81	0	-7533270.81
4	PEOPLES LEASING & FIN. SERVICES, ICB Khulna,Br	33053	30 Nov 96	25.24	834257.72	0	-834257.72
5	PEOPLES LEASING & FIN. SERVICES, ICB Barisal Br.	120119	-----	20.86	2505682.34	0	-2505682.34
6	PEOPLES LEASING & FIN. SERVICES, ICB Sylhet Br	44920	-----	51.32	2305294.40	0	-2305294.40
7	PEOPLES LEASING & FIN. SERVICES,ICB Bogra Br	1496	------	45.99	68801.04	0	-68801.04
	Total =	**1,192,023**			**24,944,959.06**		**-24,944,959.06**

অনুচ্ছেদ নং : ১৩
পরিশিষ্ট নং : ১৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় কর্পোরেশনের (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক নং	আইসিবি, প্রধান কার্যালয় ও শাখার নাম	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ (টাকা)	প্রাপ্য সুদ (টাকা)	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত কর্পোরেশনের মোট ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬=৪+৫	৭
১	আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১ টি	১০৭১৮০০০০০	২৮৮৩৫৪৯৫০	১৩৬,০১,৫৪,৯৫০	পরিশিষ্ট : ১৩/১
২	আইসিবি, লোকাল শাখা, ঢাকা	১ টি	৩৫০০০০০০০	১১০৪৭৯১৭	৩৬১০৪৭৯১৭	পরিশিষ্ট : ১৩/২
৩	আইসিবি, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী।	১ টি	৩১,৪০৫,৫০০	১৬৬৫৮০০	৩৩০৭১৩০০	পরিশিষ্ট : ১৩/৩
৪	আইসিবি, খুলনা শাখা, খুলনা	২ টি	৮১২০৮৬৯৬	৫১০০৫৪১	৮৬৩০৯২৩৭	পরিশিষ্ট : ১৩/৪
৫	আইসিবি, বরিশাল শাখা,বরিশাল	১ টি	২০৪০৫০০	১৯২৯৬৩	২২৩৩৪৬৩	পরিশিষ্ট : ১৩/৫
৬	আইসিবি, বগুড়া শাখা, বগুড়া	২ টি	১৫৮৪৬,৪৩৬	৩৬৩৮০২	১৬২১০২৩৮	পরিশিষ্ট : ১৩/৬
৭	আইসিবি, সিলেট শাখা, সিলেট	৩ টি	১৯৫৬২০৯৫৩	২১৫৯৬১৪	১৯৭৭৮০৫৬৭	পরিশিষ্ট : ১৩/৭
	মোট	১১ টি	১৭৪,৭৯,২২,০৮৫	৩০,৮৮,৮৫,৫৮৭	**২০৫,৬৮,০৭,৬৭২**	

কথায়: দুইশত পাঁচ কোটি আটষট্টি লক্ষ সাত হাজার ছয়শত বাহাত্তর টাকা।

অনুচ্ছেদ নং-১৩
পরিশিষ্ট : ১৩/১

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ খ্রি. ভিত্তিক) আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকের) নাম	এফডিআর নম্বর ও খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১.	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ মতিঝিল শাখা	০১২৪৩০০১১৮৫০৩;৩০/০৫/২০১৬	১০০০০০০০০
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ মতিঝিল শাখা	০১২৪৪০০১১৯৯০৪; ০৬/০৬/২০১৬	১০০০০০০০০
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা	০১২৪৪০০১১৯৯৩৫,০৭/০৬/২০১৬	৫০০০০০০০
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ ,মতিঝিল শাখা	০১২৪৪০০১৬১০৯৫,১৭/১১/২০১৬	১০০০০০০০০
	উপমোট		৩৫০০০০০০০
২.	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ ,মিরপুর শাখা	০১২৪৩০০২২৬৫৪৩,২৮/০৬/২০১৭	৫০০০০০০০
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ ,মিরপুর শাখা	০১২৪২০০১০৭০৬৫,৩০/০৩/২০১৬	৫১৮০০০০০
	উপমোট		১০১৮০০০০০
৩.	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, মাওনা শাখা	০১২৪৩০০১৬৫৭১২,০৬/১২/২০১৬	১০০০০০০০০
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, মাওনা শাখা	০১২৪৩০০১৬৭৩২৬,১১/১২/২০১৬	১০০০০০০০০
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, মাওনা শাখা	০১২৪৩০০১৭২৬২২,২৯/১২/২০১৬	১০০০০০০০০
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, মাওনা শাখা	০১২৪২০০১৩৫০৪৩,১৪/০৮/২০১৬	২০০০০০০০০
	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, মাওনা শাখা	০১২৪৩০০১৬১৩৪৭,২২/১১/২০১৬	১০০০০০০০০
	উপমোট		৬০০০০০,০০০
৪.	দি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, পলাশবাড়ী শাখা	০১২৪৩০০১৫১৪২৯,১৭/১০/২০১৬	২০০০০০০০
		মোট	১০৭,১৮,০০,০০০

মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	মেয়াদোত্তীর্ণের পর ১০/৯/২০ পর্যন্ত আদায়	প্রাপ্য সুদ টাকা	সংস্থার মোট ক্ষতি টাকা
৫	৬	৭	৮	৯	১০=৪+৯
১৮০ দিন	৯%	১৯/১১/২০১৭	০		
১৮২ দিন	৯%	০৩/১২/২০১৭	০		
১৮২ দিন	৯%	০৪/১২/২০১৭	০		
১৮২ দিন	৯%	১৩/০৫/২০১৮	০		
				৯৪৫২৫০০০	৪৪৪৫২৫০০০
১৮২ দিন	৯%	২৭/১২/২০১৭	০		
১৮২ দিন	৯%	২৫/০৩/২০১৮	০		
				২৬৮২৯৯৫০	১২৮৬২৯৯৫০
১৮২ দিন	৯%	০৩/১২/২০১৭	০		
১৮৩ দিন	৯%	১১/১২/২০১৭	০		
১৮৪ দিন	৯%	০৫/০১/২০১৮	০		
৯২ দিন	৯%	১৩/১১/২০১৭	০		
৯০ দিন	৯%	১৯/১১/২০১৭	০		
				১৬২০৫০০০০	৭৬২০৫০০০০
১৮২ দিন	৯%	১৫/০৪/২০১৮	০	৪৯৫০০০০	২৪৯৫০০০০
			০	২৮,৮৩,৫৪,৯৫০	১৩৬,০১,৫৪,৯৫০

অনুচ্ছেদ নং : ১৩
পরিশিষ্ট : ১৩/২

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকের) নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১.	এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড,গুলশান শাখা,ঢাকা।	০৪৮৮১৪৩ ; ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০
		০৪৮৮১৪৪ ; ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০
		০৪৮৮১৪৫ ; ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০
		০৪৮৮১৪৬; ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০
		০৪৮৮১৪৭; ১৬/০১/২০১৮	৫০০০০০০০
		উপমোট	২৫০০০০০০০
২.	এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড, পান্থপথ মহিলা ব্রাঞ্চ, ঢাকা।	০১২৪৩০০৩৬৪৫১৯ ৩০/০৬/২০১৯	১০০০০০০০০
		মোট	৩৫,০০,০০,০০০

মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) (পূর্ণ টাকায়)	সংস্থার মোট ক্ষতি (পূর্ণ টাকায়)
৫	৬	৭	৮	৯=৪+৮
৬ মাস	৯.২৫%	১৬/০১/২০২১		
৬ মাস	৯.২৫%	১৬/০১/২০২১		
৬ মাস	৯.২৫%	১৬/০১/২০২১		
৬ মাস	৯.২৫%	১৬/০১/২০২১		
৬ মাস	৯.২৫%	১৬/০১/২০২১		
			১১০১৭৩৬১	২৬১০১৭৩৬১
৬ মাস	১১%	৩১/১২/২০২০	৩০৫৫৬	১০০০৩০৫৫৬
			১১০৪৭৯১৭	৩৬,১০,৪৭,৯১৭

অনুচ্ছেদ নং : ১৩
পরিশিষ্ট : ১৩/৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকের) নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) (পূর্ণ টাকায়)	সংস্থার মোট ক্ষতি (পূর্ণ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিঃ	০০২৯-১১০০০০১১৬৫ ১৩-জুন-২০১৯	৩,১৪,০৫,৫০০	৬ মাস	৯.৫০	১৩-জুন-২০২০	১৬,৬৫,৮০০	৩,৩০,৭১,৩০০
							মোট	৩,৩০,৭১,৩০০

অনুচ্ছেদ নং : ১৩
পরিশিষ্ট : ১৩/৪

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকের) নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ (পূর্ণ টাকায়)	মেয়াদ	সুদের হার
১	২	৩	৪	৫	৬
১	এসআইবিএল	১০৩৬১১৫/৩১৫, ১৩/১১/২০১৯	৩৮৩৪৪৩১৬	১২ মাস	১১%
২	এসআইবিএল	১৪০৩৬১১৫০/৩৫০, ২৪/১২/২০১৯	৩২৮৬৪৩৮০	১২ মাস	১১%
৩.	আইএফআইসি ব্যাংক লি:	১৩৬৫১২৪, ০৮/০১/২০২০	১০০০০০০০	৬ মাস	১০%
	মোট		৮,১২,০৮,৬৯৬		

মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) (পূর্ণ টাকায়)	সংস্থার মোট ক্ষতি (পূর্ণ টাকায়)
৭	৮	৯
১৩/১১/২০২০	২৭০৬৪৭০	
২৪/১২/২০২০	১৯০৭৯৬০	
০৮/০৭/২০২০	৪৮৬১১১	
	৫১,০০,৫৪১	৮,৬৩,০৯,২৩৭

অনুচ্ছেদ নং : ১৩
পরিশিষ্ট : ১৩/৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরনঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকের) নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ	মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) টাকা	সংস্থার মোট ক্ষতি (পূর্ণ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=৪+৮
১.	ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ	৪৮২০৩০০০ ৩০৮৯, ০১/০১/২০১৯	২০,৪০,৫০০	৩ মাস	৯%	১/১০/২০২০	১,৯২,৯৬৩	২২,৩৩,৪৬৩

অনুচ্ছেদ নং : ১৩
পরিশিষ্ট : ১৩/৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরণঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকের) নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ (পূর্ণ টাকায়)	মেয়াদ	সুদের হার	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) (পূর্ণ টাকায়)	সংস্থার মোট ক্ষতি (পূর্ণ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি:	নং-০১১৫৩১০০৭৫৯০৪ তারিখ-২৬-১২-১৮	৫,৩৫৬,৪৩৬	০৩ মাস	৮%	২৫-০৯-২০২০	৭১৪২	৫৩৬৩৫৭৮
২	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লি:	নং-০০১৯১২৪৩০০১৭২৮ তারিখ-২০-০৮-১৯	৫২৪৫০০০	০৬ মাস	৯%	১৬-০৮-২০২০	১৭৮৩৩০	৫৪২৩৩৩০
৩	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লি:	নং-০০১৯১২৪৩০০১৭১৯ তারিখ-২০-০৮-১৯	৫২৪৫০০০	০৬ মাস	৯%	১৬-০৮-২০২০	১৭৮৩৩০	৫৪২৩৩৩০
			১৫৮,৪৬,৪৩৬				৩৬৩৮০২	১৬২১০২৩৮

অনুচ্ছেদ নং : ১৩
পরিশিষ্ট : ১৩ /৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরণঃ নিয়মানুগ নিরীক্ষা

বেসরকারি ব্যাংকে এফডিআর খোলা এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পর নগদায়ন করতে না পারা ও প্রাপ্য সুদ আদায় ব্যর্থতায় সংস্থার (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রঃ নং	বিনিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংকের) নাম	এফডিআর নম্বর এবং খোলার তারিখ	
১	২	৩	
১	এবি ব্যাংক লিঃ, দরগাহ গেইট শাখা, সিলেট	৩৫৩০০৯২/৭৯২২৯৮;	২১/০৩/২০২০
২	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সিলেট শাখা	১০৮৮৫০৬;	১৭/০৬/২০
৩	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, সিলেট শাখা	১০৮৮৭৪৩;	৩০/১২/২০১৯
৪	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, তালতলা শাখা, সিলেট	১১২৫৯৩৪;	২৮/০৫/২০১৯
৫	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, তালতলা শাখা, সিলেট	১১২৫৯৩৫;	২৮/০৫/২০১৯
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, গোবিন্দগঞ্জ শাখা, সুনামগঞ্জ	১১৫৫৬১১;	৫/১১/২০১৮
৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ছাতক শাখা, সুনামগঞ্জ	১১৫৮২৬৬;	২৮/০৫/২০১৯
৮	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ, সিলেট শাখা	১৬২৪৩০০০৭৩১;	১৫/০৫/২০১৯

এফডিআর এ বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ (পূর্ণ টাকায়)	মেয়াদ	সুদের হার (%)	মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ	প্রাপ্য সুদ (৩০/০৬/২০২০ ভিত্তিক) (পূর্ণ টাকায়)	সংস্থার মোট ক্ষতি (পূর্ণ টাকায়)
৪	৫	৬	৭	৮	৯=৪+৮
৩০০০০০০০	৬ মাস	৯.৫০	২১/০৯/২০২০	৮০৭৫০০	৩০৮০৭৫০০
২০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	১৭/১২/২০২০	৭০৮৩৩	৪০০৭০৮৩৩
২০০০০০০০	৬ মাস	৮.৫০	৩১/১২/২০২০		
২০৯৩৩০০০	৬ মাস	৮.৫০	২৮/১১/২০২০	৩৩৬০৯১	৪২২০২০৯১
২০৯৩৩০০০	৬ মাস	৮.৫০	২৮/১১/২০২০		
২২৮২১৯৫৩	৬ মাস	৮.৫০	৫/১১/২০২০	৩০৭১৪৫	২৩১২৯০৯৮
২০৯৩৩০০০	৬ মাস	৮.৫০	২৮/১১/২০২০	১৬৮০৪৫	২১১০১০৪৫
৪০০০০০০০	৬ মাস	৯	১৫/১১/২০২০	৪৭০০০০	৪০৪৭০০০০
১৯,৫৬,২০,৯৫৩				২১,৫৯,৬১৪	১৯,৭৭,৮০,৫৬৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ আইসিবি
নিরীক্ষার ধরণঃ ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা

আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর অনাদায়ি টাকার বিবরণী

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা	বিনিয়োগের প্রকৃতি	মঞ্জুরি পত্র নং ও তারিখ	ঋণ সীমা	বিতরণকৃত টাকা ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫
আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ বিডিবিএল ভবন, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।	স্বল্প মেয়াদী ঋণ	নথিতে মঞ্জুরিপত্র পাওয়া যায়নি।	৫০০ কোটি টাকা	৩৭২ কোটি টাকা ২৭-০৫-২০০৩ খ্রি. সর্বশেষঃ ১৯-১২-২০১৬ খ্রি.

মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ	রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে সমন্বয়কৃত টাকার পরিমাণ		
	আসল	সুদ	মোট
৬	৭	৮	৯
০১-০১-২০১৮ খ্রি.	৯৭,০০,০০,০০০/-	১০০,৭৯,০০,০০০/-	১৯৭,৭৯,০০,০০০/-

অনাদায়ি টাকার পরিমাণ			মন্তব্য
আসল	সুদ	মোট	১২
১০	১১	১২	
২৭৫,০০,০০,০০০/-	২৪,৫৪,৬৫,০০০/-	২৯৯,৫৪,৬৫,০০০/-	

কথায় ঃ দুইশত নিরানব্বই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা।

তারিখ : ২৩.৫.১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ৭.৯.২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

আবুল কালাম আজাদ
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৮ম ও ৯ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১২—
বাঃসঃমুঃ-২০২০-২১/৬৪৯১ কম-এ(৪)—৬৬৫ বই,২০২১।